কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ (AM)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024

Do not copy or share this material; the author worked hard on it and holds the copyright.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 250Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01917298482

MetaMentor Center

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্রঃ

এসএল	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
১	মডিউল এ: *কৃষি অর্থনীতি*	৪-৩৭
২	মডিউল বি: *মাইক্রো ক্রেডিট এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স: বিবর্তন, আইনি কাঠামো এবং পণ্য*	৩৮-৪৯
৩	মডিউল সি: *ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান (MFIs)*	৫০-৫৬
৪	মডিউল ডি: *ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, বিশেষ এবং অগ্রাধিকার খাতে অর্থায়ন*	৫৭-৭৭
৫	মডিউল ই: *বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থ ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs) এবং MFIs এর ভূমিকা*	৭৮-৮৮
৬	মডিউল এফ: *এসবি এবং এমএফআই-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন*	৮৯-৯৩
৯	*বিগত বছরের প্রশ্ন*	৯৪-৯৬

MetaMentor Center

Syllabus-2024

Module-A: Agriculture Finance

Nature, Approaches and Need for Agricultural Finance, Institutional and Non-Institutional Sources, Types of Agri-finance-Crop and Non-Crop, Agro-Based Project Financing - Procedures and Collaterals in Agri- finance Problems of Agri-finance- Role of Commercial Bank and Bangladesh Bank in Agri-finance - Monitoring and Recovery of Agricultural Credit - Public Demand Recovery Act - Sector and Sub-Sector of Agricultural Finance - Methods of Agricultural Credits Disbursements - Use of IT in Agricultural Credits - Role of Banks in Agriculture Sector Financing - Regulatory Policies for Agricultural and Farm Sector Financing.

Module-B: Micro Credit and Micro Finance: Evolution, Legal Framework and Products

Historical Development of Micro Credit, Micro Credit and Micro Finance, Micro Credit and Poverty Alleviation. Government Policy and Legal Framework Regarding Micro Finance in Bangladesh, Micro Credit Regulatory Authority (MRA) in Bangladesh, Requirements of Collateral Security, Collateral Substitutes, Saving-Compulsory Deposit System, Insurance, Payment Services, Social Intermediation, Enterprise Development Services.

Module-C: Micro Financial Institutions (MFIs)

Micro Financial Institutions and their Objectives, Target Market and Impact Analysis, Formal, Semi-Formal and Informal Financial Institutions, Institutional Growth and Transformation, Linkages Among Different Types of MFIs and between Banks and MFIs. Social Services of the MFIs.

Module-D: Working Capital, Special and Priority Sector Financing

Working Capital Assessment for Fishery, Poultry, Dairy, etc. Finance in High Value Crops, Tissue Culture, Oil Palm Cultivation, Nursery, Salt Cultivation, Cereal Cultivation, Silk Cultivation, Roof-top Gardening, Mushroom Cultivation, Betel Leaf Cultivation, etc. Value Chain Developing Commodity Markets.

Module-E: Role of Specialized Banks (SBs) and MFIs in Rural Finance and Pover Alleviation in Bangladesh

Role of BKB, RAKUB, Grameen Bank, BRAC, ASA, PRASHIKA, BRDB and PKSF as the Micro/Rural Financial Institutions in poverty alleviation

MetaMentor Center

Module F: Performance Assessment of SBs and MFIs

Repayment Rates, Financial Viability, Profitability, Leverage and Capital Adequacy, Borrowers Viability and Poverty Alleviation.

মডিউল-এ:
কৃষি অর্থনীতি

প্রশ্ন-০১. কৃষি অর্থ/ক্রেডিট কি? [BPE-96th]

কৃষি অর্থ বলতে কৃষক এবং কৃষি ব্যবসাকে সহায়তা করার জন্য আর্থিক পরিষেবার বিধানকে বোঝায়। এতে অর্থ ধার দেওয়া, ঋণ প্রদান করা এবং কৃষি খাতের অনন্য চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক পণ্য সরবরাহ করা জড়িত। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে কৃষি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃষি অর্থ কৃষকদের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতির মতো সম্পদ অর্জনে সহায়তা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আর্থিক সহায়তা তাদের খামারগুলিতে বিনিয়োগ করতে, উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে এবং মৌসুমী ওঠানামার মতো চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করতে সক্ষম করে। ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলির মতো প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষি ঋণের সুবিধা দেয় যার লক্ষ্য গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সরঞ্জাম দিয়ে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-02। কোন কৃষি শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক শিল্প একে অপরের থেকে আলাদা এবং তারা কীভাবে কৃষি ঋণের চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে?

কৃষি এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক শিল্প তাদের ক্রিয়া কলাপ এবং বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পৃথক। কৃষি খাত প্রকৃতি-নির্ভর ক্রিয়াকলাপ যেমন কৃষিকাজ এবং পশুপালনের উপর নির্ভর করে যা আবহাওয়া পরিস্থিতির জন্য সংবেদনশীল। ঋতু পরিবর্তনের কারণে কৃষকদের বীজ এবং সার কেনার জন্য ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। অ-কৃষি ব্যবসার সরঞ্জাম বা সম্প্রসারণের জন্য ঋণের প্রয়োজন হতে পারে, চাহিদা আবহাওয়ার ধরণ দ্বারা কম প্রভাবিত হয়। অকৃষি খাতের মতো অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামগ্রিক ঋণের প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশে স্থিতিশীল গ্রামীণ অর্থনীতি এবং টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ক্রেডিট সহায়তা করে।

প্রশ্ন-০৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিঋণ কীভাবে অবদান রাখতে পারে? BPE 96
অথবা, কৃষি অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণের বিতরণে এত গুরুত্ব কেন দিয়েছে তা আলোচনা করুন। (BPE-98th)
অথবা, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কৃষি ঋণের গুরুত্ব বর্ণনা কর। BPE-97 তম ।

১. **বর্ধিত উৎপাদনশীলতা:** কৃষি ঋণ কৃষকদের উচ্চ-মানের বীজ এবং আধুনিক সরঞ্জামগুলিতে বিনিয়োগ করতে দেয় যা উন্নত ফলন এবং বর্ধিত উৎপাদন করতে সহায়তা করে।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষকদের ঋণ দিয়ে সহায়তা করে বাংলাদেশ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রেখে কৃষি পণ্যের স্থিতিশীল ও বর্ধিত সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৩. **দারিদ্র্য হ্রাস:** ঋণ কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তাদের কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় তৈরি করে দারিদ্র্যের চক্র ভাঙ্গাতে সহায়তা করে।
৪. **উদ্দীপিত স্থানীয় অর্থনীতি:** বর্ধিত উৎপাদন গ্রামীণ অর্থনৈতিতে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করে স্থানীয় বাজারকে উদ্দীপিত করে।
৫. **উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি:** কৃষি ঋণ নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং কৃষি খাতের আধুনিকীকরণে অবদান রাখে।
৬. **সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য একটি স্থিতিশীল ভিত্তি প্রদান করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৪। বাংলাদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর) BPE-96

১. **জীবিকার সংস্থান:** বাংলাদেশের কৃষি মূলত জীবিকানির্ভর কৃষি যেখানে কৃষকরা বড় আকারের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফসল ফলায় না তারা ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য ফসল ফলায়।
২. **ধানের আধিপত্য:** ধান চাষ হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষির মেরুদন্ড যেখানে ধানক্ষেত আবাদি জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে। জনসংখ্যার প্রধান খাদ্য চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন ধানের জাত চাষ করা হয়।
৩. **ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ:** কৃষি ক্যালেন্ডারকে নির্দিষ্ট ঋতু দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়, যেমন আমন (বর্ষা), বোরো (শুষ্ক শীত) এবং আউশ (গ্রীষ্ম)। কৃষকরা এই ঋতুকে ঘিরে তাদের ফসল এবং কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে।

৪. **জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি:** বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। অভিযোজিত ব্যবস্থা এবং স্থিতিস্থাপক কৃষি অনুশীলন অপরিহার্য।

৫. **শ্রমের উপর উচ্চ নির্ভরশীলতা:** কৃষি শ্রমঘন, জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। ঐতিহ্যগত পদ্ধতি আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সহাবস্থান করে।

৬. **বৈচিত্র্যময় ফসল:** ধানের পাশাপাশি, কৃষকরা পাট, আখ, ডাল এবং ফল সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করে, যা বৈচিত্র্যময় কৃষি ল্যান্ডস্কেপে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-০৫। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা আলোচনা কর।) ডিসেম্বর-১৭

১. **জিডিপিতে প্রধান অবদানকারী:** কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকো রাখে যা মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যোগ হয় এবং জনসংখ্যার একটি বড় অংশের জন্য জীবিকা সরবরাহ করে।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:এ** খাতটি কর্মসংস্থানের একটি প্রধান উৎস বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। এটি লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবিকা বজায় রাখে এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রমকে সমর্থন করে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে।

৩. **খাদ্য নিরাপত্তা:** ধান চাষের উপর জোর দিয়ে খাদ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উৎপাদন করে জাতির জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৪. **রপ্তানি আয়:** পাটসহ কৃষিপণ্য রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান বাড়ায়।

৫. **গ্রামীণ উন্নয়ন:** কৃষি কার্যক্রম গ্রামীণ উন্নয়নকে উদ্দীপিত করে, অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করে, অবকাঠামো তৈরি করে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

৬. **বাজার সংযোগ:** কৃষি অন্যান্য খাতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে, যেমন কৃষি ব্যবসা এবং কৃষি-শিল্প, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রশ্ন-০৬. কোভিড-১৯ দ্বারা কৃষি খাত কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? বর্ণনা করুন। BPE-96

১. **শ্রমের ঘাটতি:** COVID-19 বিধিনিষেধের কারণে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে কারণ অভিবাসী শ্রমিকরা তাদের নিজ শহরে ফিরে এসেছে এবং ফসল কাটাতে প্রভাব ফেলেছে।

২. **সাপ্লাই চেইন ব্যাঘাত:** পরিবহন ও বাজারের ব্যাঘাত সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে ফলে ভোক্তাদের কাছে পণ্য পৌঁছাতে বিলম্ব হয় এবং কৃষকদের আয় হ্রাস পায়।

৩. **ইনপুটগুলিতে অ্যাক্সেস:** লকডাউন শৃঙ্খলের কারণে কৃষকরা বীজ, সার এবং কীটনাশকের মতো কৃষি উপকরণগুলি অ্যাক্সেস করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল।

৪. **বাজার মূল্যের অস্থিরতা:** বাজারের চাহিদা এবং দামের ওঠানামা কৃষকদের আয়কে প্রভাবিত করে তাদের পণ্যের বিক্রয় মূল্য হ্রাসের কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৫. **রপ্তানি চ্যালেঞ্জ:** শাকসবজি এবং ফলের মতো রপ্তানিমুখী ফসল আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়কে প্রভাবিত করে।

৬. **সরকারী হস্তক্ষেপ:** সরকার মহামারী চলাকালীন কৃষকদের সহায়তা করার জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা এবং কৃষি উদ্দীপনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করেছে যার লক্ষ্য কৃষি খাতে অর্থনৈতিক প্রভাব প্রশমিত করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৭। আমাদের দেশে কৃষি-অর্থায়নের প্রকৃতি কেমন?

১. **উদ্দেশ্য** : কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

২. **ঋণের প্রকার** : শস্য ঋণ, সরঞ্জাম অর্থায়ন, এবং স্টোরেজ সুবিধার অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত।

৩. **সূত্র** : ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী প্রোগ্রাম থেকে আসে।

৪. **সুদের হার** : কৃষি উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে অন্যান্য খাতের তুলনায় সাধারণত কম।

৫. **প্রভাব** : কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে।

৬. **চ্যালেঞ্জ** : আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার কারণে গ্রামীণ এলাকায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং উচ্চ ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি।

প্রশ্ন-০৮। কৃষি-অর্থায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? এই সমস্যাগুলি কীভাবে কমানো যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

কৃষি-অর্থায়নের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **সীমিত অ্যাক্সেস** : কঠোর প্রয়োজনীয়তার কারণে কৃষকরা প্রায়ই ঋণ পেতে লড়াই করে।
২. **উচ্চ সুদের হার** : ঋণের উচ্চ সুদ থাকতে পারে, যা তাদের ব্যয়বহুল করে তোলে।
৩. **সচেতনতার অভাব** : কৃষকরা উপলব্ধ আর্থিক পরিষেবা সম্পর্কে জানেন না।

এই সমস্যাগুলি কমাতে:

১. **সহজ অ্যাক্সেস** : ঋণ প্রক্রিয়া সহজ এবং আরও নমনীয় করুন।
২. **নিম্ন সুদের হার** : সাশ্রয়ী মূল্যের সুদের হার সহ ঋণ অফার করুন।
৩. **শিক্ষা** : কৃষকদের আর্থিক বিকল্প এবং কীভাবে তাদের কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে শিক্ষিত করুন।
৪. **সরকারী সহায়তা** : কৃষকদের সাহায্য করার জন্য সরকারী কর্মসূচি এবং ভর্তুকি বাড়ান।

প্রশ্ন-০৯। 2041 সাল নাগাদ বাংলাদেশের কৃষি খাতকে স্থূলভাবে প্রভাবিত করতে পারে এমন কিছু ভবিষ্যত পরিস্থিতি কী কী? এই ধরনের পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করার জন্য অর্থায়ন পদ্ধতির কিছু কি হতে পারে?

2041 সালের মধ্যে বাংলাদেশের কৃষি জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়া। এটি বন্যা, খরা এবং নোনা জলের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে, ফসলের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও, দ্রুত নগরায়ন চাষের জমি হ্রাস করতে পারে। এগুলি মোকাবেলা করার জন্য, অর্থায়নের পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

১. **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক কৃষি** : কৌশল এবং ফসলে বিনিয়োগ করা যা কঠোর পরিস্থিতি সহ্য করে।
২. **প্রযুক্তি গ্রহণ** : দক্ষতা বাড়াতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির জন্য অর্থায়ন।
৩. **বীমা প্রকল্প** : প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বীমা প্রদান করা।
৪. **টেকসই অনুশীলন তহবিল** : পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ বান্ধব কৃষিকে সমর্থন করা।
৫. **শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ** : কৃষকদের উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষিত করার জন্য অর্থায়ন কর্মসূচি।

এই পন্থাগুলি বাংলাদেশের ভবিষ্যত কৃষি চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং প্রশমিত করতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন-10। বাংলাদেশের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী? ব্যাংকগুলি কীভাবে সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে সাড়া দিতে পারে?

বাংলাদেশের কৃষিতে উদীয়মান চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যেমন বন্যা ও খরা, মাটির উর্বরতা হ্রাস এবং পানির অভাব। পুরানো চাষের কৌশল এবং ছোট কৃষকদের জন্য অর্থের সরবরাহের অভাবের সমস্যাও রয়েছে।

ব্যাংকগুলি এই চ্যালেঞ্জগুলির উত্তর দিতে পারে:

১. **আধুনিক যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ প্রদান** : উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষকদের উন্নত সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করা।
২. **ক্ষুদ্রঋণ প্রদান** : ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র মাপের কৃষকদের তাদের কৃষি পদ্ধতি উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।
৩. **জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক কৃষিতে বিনিয়োগ** : চরম আবহাওয়া সহ্য করে এমন কৃষি অনুশীলনকে সমর্থন করা।
৪. **টেকসই চাষের জন্য অর্থায়ন** : আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব কৃষিকে উৎসাহিত করা।
৫. **শিক্ষামূলক কর্মসূচী** : আধুনিক কৃষি কৌশল এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান।

এই পদক্ষেপগুলি কৃষকদের আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-১১। বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন ।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থায়নের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করে। এই ঋণ কৃষকদের বীজ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিনতে সাহায্য করে, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। ব্যাংকগুলি ক্ষুদ্রঋণের বিকল্পগুলিও অফার করে, যাদের ক্ষুদ্র ঋণের পরিমাণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য নীতি ও নির্দেশিকা নির্ধারণ করে। এটি নিশ্চিত করে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষিতে বরাদ্দ করে। উপরন্তু, এটি কৃষকদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম এবং পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করে, বিশেষ করে সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে।

একত্রে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিশ্চিত করে যে কৃষি খাত পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা পায়, যা বাংলাদেশের কৃষির বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন-12। জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে প্রভাবিত করছে এবং প্রভাবিত করতে পারে? জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি কী? কেন এটা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

১. **বর্ধিত বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়** : ফসলের ক্ষতি করে ফলনকে প্রভাবিত করে।
২. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা** : চাষযোগ্য জমি হ্রাস করে মাটির লবণাক্ততা বাড়ায়।
৩. **ভবিষ্যৎ প্রভাব** : আরও চরম আবহাওয়া মাটির উর্বরতা হ্রাস করে।

জলবায়ু-স্মার্ট এগ্রিকালচার (CSA):

১. **বর্ধিত উৎপাদনশীলতা** : ভালো ফলনের জন্য উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা।
২. **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন** : স্থিতিস্থাপক ফসল, উন্নত চাষ পদ্ধতি।
৩. **কম নির্গমন** : পরিবেশ বান্ধব কৌশল গ্রহন।

বাংলাদেশের জন্য CSA এর গুরুত্ব:

১. **খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা** : জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খামারকে খাপ খাইয়ে নেয়।
২. **অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব** : কৃষকদের জীবিকাকে সমর্থন করে।
৩. **পরিবেশ সুরক্ষা** : বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় সহায়তা করে।

প্রশ্ন-13। কিভাবে মডেম কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সাহায্য করে? BPE-97 তম।

কৃষির দক্ষতা এবং স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিভাবে এ নিয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **নির্ভুল চাষের সরঞ্জাম** : জিপিএস-নির্দেশিত ট্রাক্টর এবং ড্রোনের মতো সরঞ্জামগুলি রোপণ, জল দেওয়া এবং সার দেওয়া, বর্জ্য হ্রাস করা এবং সংস্থানগুলিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা নিশ্চিত করে, যা জলের ঘাটতি এবং বৃষ্টিপাতের ধরণ পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ।
২. **জল-দক্ষ সেচ ব্যবস্থা** : ড্রিপ এবং স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার মতো প্রযুক্তিগুলি সরাসরি গাছের শিকড়ে জল সরবরাহ করে, বাষ্পীভবন এবং স্রোত হ্রাস করে, খরা-প্রবণ এলাকায় জল সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **স্থিতিস্থাপক ফসলের চাষ** : স্থিতিস্থাপক ফসলের জাত রোপণে সহায়তা করে এমন যন্ত্রপাতিগুলি পরিবর্তনশীল জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।
৪. **হ্রাসকৃত কার্বন ফুটপ্রিন্ট** : শক্তি-দক্ষ মেশিনগুলি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কম করে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রশমন প্রচেষ্টায় অবদান রাখে।

MetaMentor Center

এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করে, কৃষকরা জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার মুখে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং বৃদ্ধি করতে পারে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা রক্ষা করতে পারে।

প্রশ্ন-14। বাংলাদেশে কার কৃষি ঋণ দরকার? বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের ওপর নীতিনির্ধারকরা কেন এত জোর দিচ্ছেন? বাংলাদেশে কৃষি ঋণের গুরুত্ব লিখুন

বাংলাদেশে কার কৃষি ঋণের প্রয়োজন:

১. **ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক** : তাদের বীজ, সার এবং সরঞ্জামের জন্য তহবিল প্রয়োজন।
২. **মাঝারি এবং বৃহৎ মাপের কৃষক** : তাদের কৃষি কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য।

৩. **কৃষি উদ্যোক্তা** : কৃষি, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খাতে স্টার্টআপ।

নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

১. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** : বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কৃষি গুরুত্বপূর্ণ; এতে বিনিয়োগ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাড়ায়।
২. **খাদ্য নিরাপত্তা** : জনসংখ্যার খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা।
৩. **কর্মসংস্থান** : কৃষি কর্মশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োগ করে।
৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন** : গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করা।

ব্যবহারকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব:

১. **সম্পদে অ্যাক্সেস** : কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট কিনতে সক্ষম করে।
২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : খারাপ আবহাওয়া বা ফসলের কম উৎপাদনের মতো অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় সহায়তা করে।
৩. **আয়ের উন্নতি** : উৎপাদনশীলতা এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
৪. **প্রযুক্তিগত অগ্রগতি** : আধুনিক চাষের কৌশল গ্রহণের সুবিধা দেয়।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কৃষি খাতে যারা আছে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-15। বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি অর্থের প্রধান উৎস কি? সীমাবদ্ধতা সহ বর্ণনা করুন। BPE-97 তম ।

গ্রামীণ বাংলাদেশে, কৃষি অর্থের প্রধান উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **সরকারি ব্যাংক** : যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, কম সুদের হারে ঋণ প্রদান করে।
২. **সীমাবদ্ধতা** : সীমিত নাগাল এবং প্রায়ই আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব।
৩. **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)** : গ্রামীণ ব্যাংকের মতো, কৃষকদের ছোট ঋণ প্রদান করে।
৪. **সীমাবদ্ধতা** : প্রচলিত ব্যাঙ্কের তুলনায় উচ্চ সুদের হার।
৫. **বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)** : সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি আর্থিক সেবা প্রদান করে।
৬. **সীমাবদ্ধতা** : সব ধরনের কৃষি চাহিদা মেটাতে পারে না।
৭. **সমবায়** : তাদের সদস্যদের ঋণ প্রদানের জন্য পুল সম্পদ।
৮. **সীমাবদ্ধতা** : সীমিত মূলধন এবং সদস্যদের অবদানের উপর নির্ভরতা।
৯. **অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতা** : মহাজন এবং ব্যবসায়ী সহ, তহবিলগুলিতে দ্রুত অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
১০. **সীমাবদ্ধতা** : অত্যন্ত উচ্চ সুদের হার এবং ঋণের ঝুঁকি।

বাংলাদেশে কৃষিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে প্রতিটি উৎসেরই ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু সীমাবদ্ধতা যেমন অ্যাক্সেস, খরচ এবং অর্থের স্কেল কৃষকদের জন্য তাদের কৃষি কার্যক্রমের উন্নতি বা সম্প্রসারণে বিনিয়োগ করতে চাওয়া চ্যালেঞ্জগুলি উপস্থিত করে।

প্রশ্ন-16. কৃষিঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কোন পদক্ষেপ ও প্রণোদনা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে? BPE-97 তম ।

বাংলাদেশে কার্যকরভাবে কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার করতে, বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ এবং প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে:

১. **নমনীয় পরিশোধের স্কিম** : কৃষি চক্রের সাথে ঋণ পরিশোধের সময়সূচী সারিবদ্ধ করা কৃষকদের উপর বোঝা কমিয়ে দেবে এবং ঋণ পরিশোধের হার উন্নত করবে।
২. **সুদের হার ভর্তুকি** : সময়মতো পরিশোধের জন্য সুদের হার কমানো কৃষকদের তাদের ঋণ দ্রুত পরিশোধ করতে উৎসাহিত করতে পারে।
৩. **শস্য বীমা** : ফসলের ব্যর্থতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বীমা প্রদান করলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কৃষকদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সুরক্ষিত হবে।
৪. **সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচী** : আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বাজার কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষিত করা তাদের লাভজনকতা এবং ঋণযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
৫. **ডিজিটাল পেমেন্ট সলিউশন** : মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের প্রক্রিয়া সহজ করা সুবিধা বাড়াতে পারে এবং ডিফল্ট হার কমাতে পারে।

MetaMentor Center

৬. **ঋণ পুনর্গঠন বিকল্প** : অসুবিধার সময় বিদ্যমান ঋণ পুনর্গঠনের বিকল্প প্রদান করা কৃষকদের তাদের ঋণ আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে।

এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়ন করা কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কৃষি পদ্ধতির স্থায়িত্ব এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-১৭। আপনি কি মনে করেন যে সময়মত ঋণ বিতরণ কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সহায়ক হবে? BPE-97 তম।

হ্যাঁ, সময়মত ঋণ বিতরণ বাংলাদেশে কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকরা যখন সঠিক মুহূর্তে ঋণ পায় তারা ফসলের মৌসুমের শুরুতে বীজ, সার এবং সেচের মতো প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করবে। এই সময়োপযোগী বিনিয়োগ ভাল ফসলের ফলন, উচ্চ আয়, এবং ফলস্বরূপ, ঋণ পরিশোধের একটি বর্ধিত ক্ষমতার দিকে পরিচালিত করে, ক্রেডিট ব্যবহার এবং পরিশোধের একটি ইতিবাচক চক্র তৈরি করে।

অধিকন্তু, সময়মত বিতরণ কৃষকদের মৌসুমী সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে, অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতাদের কাছ থেকে উচ্চমূল্যের জরুরি ঋণ এড়াতে এবং বিলম্বিত ইনপুটের কারণে ফসলের উৎপাদনের ঝুঁকি হ্রাস করে। এটি কৃষক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি করে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ এবং পুনরায় ঋণ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। অতএব, যখন কৃষকদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা কৃষি খাত এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন-18। "কৃষি ঋণ বিতরণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ" বিবৃতিটিকে সমর্থন করুন। BPE-97 তম।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ কার্যকরী বিতরণ এবং কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি শক্তিশালী কৃষি অর্থ বাস্তুতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে কাজ করে। সুপরিচিত কর্মকর্তারা কৃষি সেক্টরের অনন্য চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জগুলি বোঝেন, তাদের আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলি তৈরি করতে সক্ষম করে যা কৃষি কার্যক্রমের মৌসুমী এবং চক্রাকার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কৃষি চর্চা, ঝুঁকি এবং বাজারের গতিশীলতার গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকার মাধ্যমে, এই কর্মকর্তারা খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে ঋণযোগ্যতা এবং উপযুক্ত ঋণের শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

অধিকন্তু, প্রশিক্ষিত ব্যাংক কর্মীরা কৃষকদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিতে পারেন, তাদের তহবিলের ব্যবহার অনুকূল করতে, টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করতে এবং তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারেন। এটি শুধুমাত্র ঋণ পরিশোধের হারকে উন্নত করে না বরং ব্যাংকিং সেক্টর এবং কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও অংশীদারিত্বের সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, যা শেষ পর্যন্ত সেক্টরের সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।

প্রশ্ন-19। বাংলাদেশে কৃষিঋণের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কী কী? কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী?

বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

১. **বাণিজ্যিক ব্যাংক** : সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে।
২. **ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান** : যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।
৩. **সমবায়** : কৃষকদের ঋণ প্রদানকারী সদস্য-ভিত্তিক সংগঠন।
৪. **বাংলাদেশ ব্যাংক** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেটি বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচিও অফার করে।

MetaMentor Center

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস:

১. **অর্থ ঋণদাতা** : ব্যক্তিরা ঋণ প্রদান করে, প্রায়ই উচ্চ সুদের হারে।
২. **ব্যবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগী** : ক্রেডিট প্রদান, সাধারণত তাদের কাছে পণ্য বিক্রির সাথে যুক্ত।
৩. **বন্ধু এবং পরিবার** : আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ব্যক্তিগত ঋণ।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা:

১. **নিম্ন সুদের হার** : সাধারণত, অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের চেয়ে বেশি সাশ্রয়ী।
২. **নির্ভরযোগ্যতা** : নিয়ন্ত্রিত এবং আরো নিরাপদ।

৩. **বড় ঋণের পরিমাণ** : যথেষ্ট বিনিয়োগের জন্য বড় ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা।
৪. **অতিরিক্ত পরিষেবা** : যেমন আর্থিক পরামর্শ এবং সহায়তা।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অসুবিধা:

১. **কঠোর যোগ্যতার মানদণ্ড** : কিছু কৃষকের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন।
২. **জটিল প্রক্রিয়া** : আবেদন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হতে পারে।
৩. **সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা** : প্রায়ই ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি দীর্ঘমেয়াদে আরও নিয়ন্ত্রিত এবং উপকারী, তবে তাদের অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং পদ্ধতিগুলি বাংলাদেশের কিছু কৃষকের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

প্রশ্ন-20। কেন উচ্চ সুদের হার সত্ত্বেও কৃষকরা প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণ বেছে নেয়?

বাংলাদেশের কৃষকরা প্রায়ই অর্থঋণদাতার মতো অনানুষ্ঠানিক উৎস থেকে কৃষি ঋণ বেছে নেয়, যদিও সুদের হার অনেক বেশি, বিভিন্ন কারণে:

১. **সহজ অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলি সহজেই উপলব্ধ, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে ব্যাংক নাও থাকতে পারে।
২. **কম কাগজপত্র** : তাদের ন্যূনতম ডকুমেন্টেশন প্রয়োজন, প্রক্রিয়াটিকে দ্রুত এবং সহজ করে তোলে।
৩. **কোন সমান্তরাল প্রয়োজন নেই** : ব্যাংকগুলির বিপরীতে, অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতারা সাধারণত জামানতের জন্য জিজ্ঞাসা করে না, যা ক্ষুদ্র মাপের বা দরিদ্র কৃষকদের জন্য সহায়ক যাদের সম্পদ নেই।
৪. **ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নমনীয়তা** : অনানুষ্ঠানিক ঋণদাতারা প্রায়ই কৃষকের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরো নমনীয় পরিশোধের শর্তাদি প্রদান করে।
৫. **তাৎক্ষণিক নগদ** : তারা দ্রুত নগদ প্রদান করে, যা জরুরী বা জরুরী প্রয়োজনের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও এই সুবিধাগুলি অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলে, উচ্চ সুদের হার কৃষকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক অসুবিধার কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-২১। কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কী কী ?

কৃষি ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সুবিধা:

১. **দ্রুত অ্যাক্সেস** : তারা বিলম্ব ছাড়াই দ্রুত ঋণ প্রদান করে।
২. **সহজ প্রক্রিয়া** : কম কাগজপত্র এবং কম আনুষ্ঠানিকতা পালন করে।
৩. **কোন সমান্তরাল প্রয়োজন নেই** : যাদের সম্পদ নেই তাদের জন্য সহায়ক।
৪. **নমনীয়তা** : কৃষকের পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী দিয়ে থাকে।
৫. **প্রাপ্যতা** : প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের অসুবিধা:

১. **উচ্চ সুদের হার** : ঋণ ফাঁদ হতে পারে।
২. **নিয়ন্ত্রণের অভাব** : শোষণ এবং অন্যায্য অনুশীলনের ঝুঁকি বাড়ায়।
৩. **স্বল্পমেয়াদী ত্রাণ, দীর্ঘমেয়াদী বোঝা** : তাৎক্ষণিক সাহায্য কিন্তু পরে আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
৪. **কোনও অতিরিক্ত পরিষেবা নেই** : ব্যাংকগুলির মতো নয়, তারা নির্দেশিকা বা সহায়তা পরিষেবাগুলি অফার করে না।
৫. **অপ্রত্যাশিত শর্তাবলী** : শর্তাবলী পরিবর্তন হতে পারে, অনিশ্চয়তা যোগ করতে পারে।

যদিও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলি তহবিলের সহজ এবং দ্রুত প্রবেশের প্রস্তাব দেয় যা উচ্চ খরচ এবং কৃষকদের জন্য সম্ভাব্য আর্থিক অস্থিতিশীলতার মতো ঝুঁকি নিয়ে আসে।

প্রশ্ন-22। মেয়াদের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন কি কি? উদ্দেশ্য ভিত্তিক কৃষি ঋণের ধরন কি কি ?

অথবা**আপনি স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী কৃষিঋণ দ্বারা কী বোঝেন? উদাহরণ দিন।** BPE98th

মেয়াদের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন:

১. **স্বল্পমেয়াদী ঋণ** : বীজ বা সার কেনার মতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য। সাধারণত এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়।

২. **মধ্যমেয়াদী ঋণ** : সরঞ্জাম কেনার জন্য বা ছোট আকারের জমির উন্নতির জন্য। পরিশোধের সময়কাল 1 থেকে 5 বছর পর্যন্ত।
৩. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ** : জমি কেনা বা স্টোরেজ সুবিধা নির্মাণের মতো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের জন্য। পরিশোধের মেয়াদ 5 বছরের বেশি হতে পারে।

উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে কৃষি ঋণের ধরন:

১. **উৎপাদন ঋণ** : প্রতিদিনের কৃষি খরচ যেমন বীজ, সার এবং শ্রমের জন্য।
২. **বিনিয়োগ ঋণ** : যন্ত্রপাতি, জমি, বা অবকাঠামো উন্নয়নের মতো সম্পদ কেনার জন্য।
৩. **বিপণন ঋণ** : পণ্য সংরক্ষণ এবং বিক্রয় সম্পর্কিত খরচ সমর্থন করার জন্য।
৪. **কনজাম্পশন ঋণ** : কৃষকের পরিবারের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য, বিশেষ করে অফ-সিজনে।

এই বিভাগগুলি কৃষকদের বিভিন্ন আর্থিক চাহিদা এবং সেই অনুযায়ী দর্জি ঋণ পরিষেবাগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-23। কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন কি? কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের জন্য বিতরণ করা অর্থ কি বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচিত হয়?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বলতে বোঝায় কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যবসা স্থাপন বা সম্প্রসারণের জন্য তহবিল, যেমন খামার, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট বা কৃষি পণ্য নিয়ে কাজ করে এমন অন্যান্য উদ্যোগ।

বাংলাদেশে, এই কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলির জন্য বিতরণ করা অর্থকে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে। এই শ্রেণীবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি কৃষি খাতকে সমর্থন ও বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ করে যা দেশের অর্থনীতির একটি মূল অংশ।

এই তহবিলগুলিকে কৃষি অর্থ হিসাবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে এর উন্নয়নের প্রচার করা হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র কৃষক থেকে বৃহত্তর কৃষিব্যবসায় যারা কৃষির সাথে জড়িত তাদের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সহায়তা করছে।

প্রশ্ন-24। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তা করে?

বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে সহায়তা করে। সহজ শর্তে এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে:

১. **ব্যাংকে তহবিল প্রদান** : বাংলাদেশ ব্যাংক কম সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে অর্থ প্রদান করে।
২. **ব্যাংকগুলি কৃষক/কৃষি ব্যবসাকে ঋণ দেয়** : এই ব্যাংকগুলি তারপরে এই অর্থ কৃষক বা কৃষি-ভিত্তিক ব্যবসাগুলিকে তাদের প্রকল্পগুলির জন্য ঋণ দেয়।
৩. **সাশ্রয়ী ঋণ** : যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক কম হারে তহবিল অফার করে, তাই ব্যাংকগুলি কৃষকদের আরও সাশ্রয়ী মূল্যে ঋণ প্রদান করতে পারে।
৪. **কৃষি প্রকল্পগুলিকে উৎসাহিত করা** : এটি কৃষির লোকেদের জন্য একটি খামার শুরু করা, সরঞ্জাম কেনা বা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলিকে অর্থায়ন করা সহজ করে তোলে।
৫. **পরিশোধ এবং পুনর্ব্যবহার** : একবার এই ঋণ পরিশোধ করা হলে, অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে ফিরে যায়, যা পরবর্তীতে আরও প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আবার ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই পুনঃঅর্থায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যকরভাবে আর্থিক সম্পদকে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-25। কেন কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন বিভিন্ন কারণে কৃষি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

১. **বিনিয়োগ সক্ষম করে** : নতুন প্রযুক্তি এবং সেচ ব্যবস্থা বা স্টোরেজ সুবিধার মতো অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সহ কৃষক এবং কৃষিব্যবসায়কে প্রদান করে।
২. **উৎপাদনশীলতা বাড়ায়** : উন্নত সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষকরা ফসলের ফলন বাড়াতে এবং গুণমান উন্নত করতে পারে।
৩. **বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করে** : কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের শস্য বা চাষ পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে, যা ঝুঁকি কমাতে পারে এবং আয়ের উৎস বাড়াতে পারে।
৪. **মূল্য সংযোজন সমর্থন করে** : প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাগুলিতে বিনিয়োগ সক্ষম করে, যা কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে।

৫. **স্থায়িত্ব বাড়ায়** : অর্থায়ন পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই চাষাবাদকেও সমর্থন করতে পারে।
৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে** : কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলি গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

এইভাবে, কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন হচ্ছে কৃষির আধুনিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

প্রশ্ন-২৬। কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতি কি কি? কিভাবে ব্যাংক ভাল ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ?

কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতিতে সাধারণত কয়েকটি ধাপ জড়িত থাকে:

১. **আবেদন জমা** : কৃষক বা কৃষি ব্যবসার মালিকরা তাদের প্রকল্প বা প্রয়োজনের বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি ব্যাংকে একটি ঋণের আবেদন জমা দেন।
২. **নথি যাচাই** : ব্যাংকগুলি জমির রেকর্ড, পরিচয় প্রমাণ এবং প্রকল্প পরিকল্পনার মতো নথিগুলি পরীক্ষা করে।
৩. **প্রস্তাবের মূল্যায়ন** : ব্যাংকগুলি প্রস্তাবিত কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা এবং লাভজনকতা মূল্যায়ন করে।
৪. **ক্রেডিট হিস্টোরি চেক** : ব্যাংকগুলি তাদের অতীতের ঋণ পরিশোধের মূল্যায়ন করতে ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট ইতিহাস পর্যালোচনা করে।
৫. **সমান্তরাল মূল্যায়ন** : প্রয়োজন হলে, ব্যাংকগুলি জামানত (যেমন জমি বা সরঞ্জাম) মূল্যায়ন করে যা ঋণকে সুরক্ষিত করে।
৬. **ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ** : সবকিছু সন্তোষজনক হলে, ব্যাংক ঋণ অনুমোদন করে এবং তহবিল বিতরণ করে।

একটি ভাল ঋণগ্রহীতা নির্ধারণ করতে, ব্যাংকগুলি বিবেচনা করে:

১. **ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা** : আয় এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা।
২. **ক্রেডিট ইতিহাস** : ঋণ পরিশোধের অতীত রেকর্ড।
৩. **প্রকল্পের কার্যকারিতা** : কৃষি প্রকল্পের সম্ভাব্য সাফল্য এবং লাভজনকতা।
৪. **সমান্তরাল** : দেওয়া জামানতের মূল্য এবং নিরাপত্তা।

একজন ভাল ঋণগ্রহীতা সাধারণত এমন একজন ব্যক্তি যার একটি শক্তিশালী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা, একটি ইতিবাচক ক্রেডিট ইতিহাস, একটি কার্যকর প্রকল্প পরিকল্পনা এবং পর্যাপ্ত জামানত রয়েছে।

প্রশ্ন-27। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র খামার হোল্ডিং অর্থায়নে কেন জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ছোট খামারের অর্থায়নে জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়:

১. **সম্পদের অভাব** : ছোট কৃষকদের জামানত হিসাবে অফার করার জন্য যথেষ্ট মূল্যবান সম্পদ থাকে না। যদি জামানত প্রয়োজন হয় এটি তাদের পক্ষে ঋণ সুরক্ষিত করা কঠিন করে তোলে ।
২. **জমি হারানোর ঝুঁকি** : জমিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যদি তারা ঋণ পরিশোধ করতে না পার, তাহলে তারা তাদের জীবিকার প্রাথমিক উপায় হারাতে পারে।
৩. **অন্তর্ভুক্তি** : জামানত প্রয়োজন অনেক ছোট কৃষককে ক্রেডিট থেকে বাদ দিতে পারে কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ নাও থাকতে পারে।
৪. **ইক্যুইটি উন্নীত করা** : সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা এড়ানো আর্থিক পরিষেবাগুলিকে সমস্ত কৃষকদের কাছে তাদের সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নির্বিশেষে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে।
৫. **ছোট আকারের কৃষিকাজকে উৎসাহিত করা** : জামানতের প্রয়োজন না করে, ব্যাংকগুলি আরও বেশি লোককে ছোট আকারের কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করে যা বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে, জামানতকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলিকে সমর্থন করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঋণ আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্য রাখে।

প্রশ্ন-২৮। কিভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যখন এটি সরাসরি কৃষকদের একটি পয়সা বিতরণ করতে পারে না?

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ছোট খামারের অর্থায়নে জামানত নিরুৎসাহিত করা হয়:

১. **সম্পদের অভাব** : ছোট কৃষকদের জামানত হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ থাকে না। এটি তাদের পক্ষে ঋণ সুরক্ষিত করা কঠিন করে তোলে যদি জামানত প্রয়োজন হয়।

২. **জমি হারানোর ঝুঁকি** : জমিকে জামানত হিসাবে ব্যবহার করা ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যদি তারা ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তারা তাদের জীবিকার প্রাথমিক উপায় হারাতে পারে।

৩. **অন্তর্ভুক্তি** : জামানত প্রয়োজন অনেক ছোট কৃষককে ক্রেডিট অ্যাক্সেস থেকে বাদ দিতে পারে, কারণ তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদ নাও থাকতে পারে।

৪. **ইক্যুইটি উন্নীত করা** : সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা এড়ানো আর্থিক পরিষেবাগুলিকে সমস্ত কৃষকদের কাছে তাদের সম্পদ বা সম্পদের মালিকানা নির্বিশেষে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করে।

৫. **ছোট আকারের কৃষিকাজকে উৎসাহিত করা** : জামানতের প্রয়োজন না করে ব্যাংকগুলি আরও বেশি লোককে ছোট আকারের কৃষিকাজে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করে যা বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে, জামানতকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যগুলিকে চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ঋণ আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্য রাখে।

প্রশ্ন-২৯। বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে ব্যাংকের গুরুত্ব কত?

বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে ব্যাংকগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের গুরুত্ব নিম্নরূপ বর্ণনা করা হলো:

১. **প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করা** : বীজ, সার, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কৃষি প্রয়োজনীয়তা কেনার জন্য ব্যাংকগুলি কৃষকদের ঋণ প্রদান করে।

২. **আধুনিকীকরণে সহায়ক** : তারা নতুন প্রযুক্তি এবং পদ্ধতির অর্থায়নে সহায়তা করে যা চাষের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করে।

৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : ব্যাংক থেকে ঋণ কৃষকদের শস্য ব্যর্থতা বা বাজারের ওঠানামার মতো ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।

৪. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা** : কৃষিকে সহায়তা করে, ব্যাংকগুলি বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

৫. **উন্নয়নকে উৎসাহিত করা** : ব্যাংক ঋণ কৃষকদের ফসলের বৈচিত্র্য আনতে, নতুন চাষের কৌশল ব্যবহার করতে এবং মূল্য সংযোজন কৃষি কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

৬. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি** : ব্যাংকগুলি বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে, এমনকি প্রত্যন্ত বা ছোট আকারের কৃষকদের কাছেও অর্থ অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং কৃষি খাতের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাংকগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-30। কৃষি অর্থায়নে মনিটরিং এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব কী? বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য কী ?
অথবা, কৃষিঋণ পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব উল্লেখ কর। BPE-97 তম ।

কৃষি অর্থায়নে মনিটরিং এবং পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব:

১. **তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে** : মনিটরিং নিশ্চিত করে যে ঋণগুলি কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : ঋণ পরিশোধ না করার মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি শনাক্তকরণ ও পরিচালনায় সহায়তা করে।

৩. **লোন পারফরম্যান্স উন্নত করে** : নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের হার এবং আর্থিক স্বাস্থ্য ভালো হয়।

৪. **দায়িত্বশীল ঋণ প্রদানকে উৎসাহিত করে** : নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলো দায়িত্বশীলভাবে ঋণ দেয় এবং কৃষকরা তাদের উপায়ে ঋণ নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য:

মূল উদ্দেশ্য হল ব্যাংকগুলি প্রদত্ত কৃষি ঋণ কার্যকরভাবে কৃষি খাতে সহায়তা করছে তা নিশ্চিত করা। এর মধ্যে রয়েছে:

১. **সম্মতি নিশ্চিত করা** : নিশ্চিত করা যে ব্যাংকগুলি কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত নীতি এবং নির্দেশিকা অনুসরণ করে।

২. **প্রভাব মূল্যায়ন** : এই ঋণগুলি কীভাবে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের কল্যাণে অবদান রাখে তা মূল্যায়ন করা।

MetaMentor Center

৩. **টেকসই অনুশীলনের প্রচার** : পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং লাভজনক চাষাবাদ অনুশীলনকে সমর্থন করতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করা।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য দেশের কৃষি ও অর্থনীতিতে সহায়তার জন্য কৃষি অর্থায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো।

প্রশ্ন-31। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে ব্যাংকিং খাত দ্বারা কৃষি অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ করে?

বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের কৃষি অর্থায়ন পর্যবেক্ষণ করে:

১. **নির্দেশিকা নির্ধারণ** : এটি কীভাবে ব্যাংকগুলিকে কৃষি খাতে ঋণ দিতে হবে তার জন্য নিয়ম ও প্রবিধান স্থাপন করে।

২. **ঋণ বরাদ্দ মনিটরিং** : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের প্রয়োজনীয় অংশ কৃষিতে বরাদ্দ করছে কিনা তা ব্যাংক চেক করে।

৩. **পর্যালোচনা প্রতিবেদন** : ব্যাংকগুলি তাদের কৃষি ঋণের উপর নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দেয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংক সম্মতি এবং কার্যকারিতার জন্য পর্যালোচনা করে।

৪. **অন-সাইট পরিদর্শন** : মাঝে মাঝে, বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে ঋণ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তারা উদ্দিষ্ট প্রাপকদের উপকার করছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মাঠ পরিদর্শন করে।

৫. **সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা** : এটা নিশ্চিত করে যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিকসহ সব ধরনের কৃষকের জন্য ঋণ অ্যাক্সেসযোগ্য।

৬. **প্রভাব মূল্যায়ন** : বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যায়ন করে কিভাবে এই ঋণগুলি কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং কৃষকদের জীবিকাকে প্রভাবিত করছে।

এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিশ্চিত করে যে কৃষি অর্থ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং কার্যকরভাবে কৃষি খাতকে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-32। কৃষি ঋণ নীতি ও প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি অর্থায়নের খাত এবং উপখাতগুলো কী কী? এই খাত এবং উপখাতের ঋণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করুন।BPE-98th.

কৃষি অর্থ কৃষির বিভিন্ন দিকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিভিন্ন সেক্টর এবং সাব সেক্টরকে কভার করে:

প্রধান সেক্টর:

১. **শস্য উৎপাদন** : শস্য, শাকসবজি, ফল এবং অন্যান্য গাছপালা সহ ক্রমবর্ধমান ফসলের জন্য অর্থায়ন।

২. **পশুসম্পদ** : গরু, ছাগল, মুরগির মতো পশু লালন-পালনের জন্য অর্থায়ন, দুধ, মাংস, ডিম এবং অন্যান্য পণ্য।

৩. **মৎস্যসম্পদ** : মাছ চাষ ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য সহায়তা।

৪. **বনায়ন** : কাঠ এবং অ-কাঠজাত পণ্য সহ বন ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থায়ন।

উপসেক্টর:

১. **খামারের সরঞ্জাম** : ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য ঋণ।

২. **বীজ এবং সার** : বীজ, সার, কীটনাশক এবং অন্যান্য উপকরণ কেনার জন্য অর্থায়ন।

৩. **সেচ** : সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থায়ন।

৪. **স্টোরেজ এবং প্রসেসিং** : স্টোরেজ সুবিধা এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণের জন্য ঋণ।

৫. **বিপণন ও বিতরণ** : কৃষি পণ্য পরিবহন ও বিক্রয়ের জন্য অর্থায়ন।

এই সেক্টর এবং সাব-সেক্টরগুলি ব্যাপক আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করে কৃষি খাতে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপ এবং প্রয়োজনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-33। কৃষি ঋণ বিতরণের পদ্ধতি এবং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী ? কৃষি অর্থায়নের পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর।

কৃষি ঋণ বিতরণের পদ্ধতি এবং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য তাদের ফোকাস এবং সুযোগের মধ্যে রয়েছে:

পদ্ধতি : এটি ঋণগ্রহীতাকে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত পদক্ষেপ বা প্রক্রিয়াগুলিকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে আবেদন জমা, নথি যাচাইকরণ, ঋণ অনুমোদন এবং তহবিল বিতরণ।

পদ্ধতি : এগুলি হল বিভিন্ন উপায় বা পন্থা যার মাধ্যমে কৃষি অর্থায়ন প্রদান করা হয়। কিছু সাধারণ পদ্ধতি হল:

১. **সরাসরি ঋণ** : ব্যাংক সরাসরি কৃষক বা কৃষি ব্যবসায় ঋণ দেয়।

২. **গ্রুপ ঋণ** : একদল কৃষককে ঋণ দেওয়া হয়, যারা সম্মিলিতভাবে পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়।

৩. **কন্ট্রাক্ট ফার্মিং** : একটি চুক্তির অধীনে অর্থায়ন প্রদান করা হয় যেখানে কৃষক একটি নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করে, প্রায়ই একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে।
৪. **ক্ষুদ্রঋণ** : ক্ষুদ্রঋণ ক্ষুদ্র আকারের কৃষক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়।
৫. **সরকারী ভর্তুকিযুক্ত ঋণ** : কম সুদের হারে ঋণ প্রদান করা হয়, প্রায়ই সরকারি সহায়তায়।

কৃষি সেক্টরে বিভিন্ন প্রয়োজন ও অবস্থার সমর্থন করার জন্য প্রতিটি পদ্ধতির নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে।

প্রশ্ন-৩৪। কৃষি অর্থায়নে আইটি ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা কর। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলি দ্বারা আইটি গ্রহণের কিছু অগ্রগতি আলোচনা করুন। আইটি যুগে গ্রাহকের গোপনীয়তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

কৃষি অর্থায়নে আইটির ব্যবহার বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ:

১. **দক্ষতা** : আইটি সিস্টেমগুলি ঋণ প্রক্রিয়াকরণকে ত্বরান্বিত করে, কৃষকদের কাছে অর্থকে আরও সহজলভ্য করে তোলে।
২. **পৌঁছানো** : ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যাংকগুলিকে প্রত্যন্ত বা ছোট আকারের কৃষকদের কাছে পৌঁছাতে সহায়তা করে।
৩. **স্বচ্ছতা** : আইটি ঋণের আরও ভাল ট্র্যাকিং এবং পর্যবেক্ষণ সক্ষম করে, সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে ব্যাংকগুলি দ্বারা আইটি গ্রহণের অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে:

১. **অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা** : সহজে ঋণ আবেদন এবং লেনদেনের জন্য।
২. **মোবাইল ব্যাংকিং** : কৃষকদের স্মার্টফোনের মাধ্যমে অর্থ পরিচালনা করার অনুমতি দেয়।
৩. **ডেটা অ্যানালিটিক্স** : ক্রেডিট ঝুঁকি এবং দর্জি ঋণ পণ্য মূল্যায়ন ব্যাংক দ্বারা ব্যবহৃত।

আইটি যুগে গ্রাহকের গোপনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

১. **ডেটা সুরক্ষা** : ব্যক্তিগত এবং আর্থিক ডেটা অননুমোদিত অ্যাক্সেস থেকে সুরক্ষা প্রয়োজন।
২. **ট্রাস্ট বিল্ডিং** : গ্রাহকের তথ্য গোপন রাখা ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে আস্থা তৈরি করে।
৩. **জালিয়াতি প্রতিরোধ** : প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য ডেটা অপব্যবহার না করা হয় তা নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে, আইটি পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির মাধ্যমে কৃষি অর্থায়নকে উন্নত করে, তবে গ্রাহকের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য এটির জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৩৫। ব্যাংকের পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য আইটি সুবিধা কী? আইটি কীভাবে ব্যাংকগুলিতে পরিষেবার গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে? কৃষি ফাইন্যান্সে আইটির সুযোগ কি কি?

ব্যাংক এবং গ্রাহকদের জন্য আইটি সুবিধা:

১. **দক্ষতা** : আইটি ব্যাংকিং প্রক্রিয়াগুলিকে দ্রুততর করে ও গ্রাহকদের জন্য দ্রুত লেনদেন করে।
২. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : গ্রাহকরা যেকোনও সময় দূর থেকে ব্যাংকিং পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে পারেন।
৩. **হ্রাসকৃত খরচ** : স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলি ব্যাংকগুলির জন্য কার্যক্ষম খরচ কম করে সম্ভাব্যভাবে গ্রাহকদের জন্য কম ফি হতে পারে।
৪. **উন্নত নিরাপত্তা** : উন্নত ডেটা নিরাপত্তা গ্রাহকের তথ্য রক্ষা করে।

ব্যাংকগুলিতে পরিষেবার মানের উপর আইটির প্রভাব:

১. **উন্নত গ্রাহক পরিষেবা** : গ্রাহকের প্রশ্নের দ্রুত, সঠিক উত্তর।
২. **ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবা** : ডেটা বিশ্লেষণ ব্যাংকগুলিকে উপযোগী পণ্যগুলি অফার করার অনুমতি দেয়।
৩. **নির্ভরযোগ্যতা** : স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম লেনদেনে ত্রুটি কমায়।

কৃষি অর্থায়নে আইটির সুযোগ:

১. **মোবাইল ব্যাংকিং** : কৃষকরা মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে ঋণ এবং অন্যান্য পরিষেবা গ্রহন করতে পারেন।
২. **অনলাইন প্ল্যাটফর্ম** : সহজে ঋণের আবেদন এবং তথ্য অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহৃত হয়।
৩. **ডেটা ম্যানেজমেন্ট** : ঋণ বিতরণ এবং পরিশোধের আরও ভাল ট্র্যাকিং।
৪. **দূরবর্তী মনিটরিং** : ব্যাংকগুলি দূরবর্তীভাবে অর্থায়নকৃত প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

MetaMentor Center

আইটি ব্যাংকগুলিতে পরিষেবার মানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে এবং কৃষি অর্থায়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে, এটি কৃষকদের জন্য আরও সহজলভ্য এবং দক্ষ করে তোলে।

প্রশ্ন-৩৬। বাংলাদেশে কৃষি খাতে অর্থায়নে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কী? বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নে SBS, SCBS, PCBs এবং FCBs-এর কর্মক্ষমতা আলোচনা কর ।

বাংলাদেশে কৃষি খাতে অর্থায়নে ব্যাংকের ভূমিকা:

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলি আর্থিক সংস্থান প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বীজ, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য কৃষি প্রয়োজনীয়তা কেনার জন্য ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকগুলি নতুন প্রযুক্তি এবং টেকসই চাষ পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করে।

কৃষি অর্থায়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের কর্মক্ষমতা:

১. **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি (এসবিএস):** সাধারণত কৃষি অর্থায়নে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে, প্রায়শই নীতি-চালিত ঋণের উপর ফোকাস করে।

২. **স্পেশালাইজড কমার্শিয়াল ব্যাংক (SCBS):** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মতো এই ব্যাংকগুলি বিশেষভাবে কৃষি অর্থায়নকে লক্ষ্য করে এবং সাধারণত গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক আউটরিচ থাকে।

৩. **প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক (PCBs):** তারা কৃষি অর্থায়নেও অবদান রাখে কিন্তু বাণিজ্যিক কার্যকারিতার উপর বেশি ফোকাস করে।

৪. **বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs):** কৃষি অর্থায়নে তাদের সম্পৃক্ততা সাধারণত সীমিত, শহুরে এবং কর্পোরেট ব্যাঙ্কিংয়ের উপর বেশি মনোযোগ দেয়।

প্রতিটি ধরনের ব্যাংকের একটি অনন্য ভূমিকা রয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি বাংলাদেশের কৃষিকে সরাসরি সহায়তা করার ক্ষেত্রে আরও বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-37। বাংলাদেশে কৃষি ও খামার খাতে অর্থায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক নীতিগুলি আলোচনা কর।

বাংলাদেশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক নীতি কৃষি ও খামার খাতের অর্থায়নকে নির্দেশ করে:

১. **ঋণ কোটা ব্যবস্থা** : বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ কৃষির জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দেয়।

২. **পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** : বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংককে কৃষি ঋণের জন্য পুনঃঅর্থায়নের প্রস্তাব দেয় তাদের এই খাতে আরও ঋণ দিতে উৎসাহিত করে।

৩. **সুদের হার ক্যাপ** : কেন্দ্রীয় ব্যাংক কৃষি ঋণের জন্য সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করে যাতে সেগুলি কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী হয়।

৪. **ঋণ পুনঃনির্ধারণ এবং মওকুফ নীতি** : সমস্যাগুলির সম্মুখীন কৃষকদের জন্য, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধের পুনর্নির্ধারণ বা এমনকি ঋণ মওকুফ করার বিধান রয়েছে।

৫. **সমান্তরাল শিথিলকরণ** : নীতিগুলি প্রায়শই ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা শিথিল করে।

৬. **বিশেষায়িত ঋণ কর্মসূচি** : নির্দিষ্ট কৃষি কার্যক্রম বা উদ্ভাবনের জন্য লক্ষ্যযুক্ত ঋণ কর্মসূচির প্রবর্তন।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য কৃষি খাতের জন্য পর্যাপ্ত, সাশ্রয়ী এবং অ্যাক্সেসযোগ্য আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-38। Covrd-19 পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (ACD) কর্তৃক প্রদত্ত নীতি সহায়তা আলোচনা করুন । BPE-96

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ (এসিডি) কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন নীতি সহায়তা প্রদান করেছে।

১. **ঋণ পুনঃনির্ধারণ** : তারা কৃষকদেরকে তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য জরিমানা ছাড়াই পুনঃনির্ধারণ করার অনুমতি দেয় ও তাদের ফেরত দিতে আরও সময় দেয়।

২. **সুদের হার হ্রাস** : কৃষকদের আর্থিক বোঝা কমাতে কৃষি ঋণের সুদের হার কমানো হয়েছে।

৩. **উদ্দীপনা প্যাকেজ** : কৃষি খাতে ক্রমাগত ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চালু করা হয়েছে।

৪. **বর্ধিত ঋণের মেয়াদ** : ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, কৃষকদের দ্রুত পরিশোধের চাপ কমিয়েছে।

৫. **শিথিল ঋণের মানদণ্ড** : কৃষক এবং কৃষি ব্যবসার জন্য ঋণের জন্য যোগ্যতা অর্জন করা সহজ করে তুলেছে।

৬. **বর্ধিত তহবিল** : মহামারী চলাকালীন বিশেষত কৃষি অর্থায়নের জন্য অতিরিক্ত তহবিল সরবরাহ করা হয়েছে।

এই পদক্ষেপগুলি কোভিড -19 মহামারী দ্বারা আনা আর্থিক চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ছিল।

প্রশ্ন-৩৯। Covid-19 সময়কালে CMSMEs (কটেজ, মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ নীতি সহায়তা নিয়ে আলোচনা করুন। BPE-96 তম ।

কোভিড-১৯ সময়কালে, বাংলাদেশ ব্যাংক কুটির, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে (সিএমএসএমই) অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য বিশেষ নীতি সহায়তা বাস্তবায়ন করেছে। অর্থনীতিতে CMSME-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং মহামারীর প্রভাবের প্রতি তাদের দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কিছু ব্যবস্থা চালু করেছে:

১. **পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** : CMSME-কে কম খরচে ঋণ প্রদানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছিল যাতে তাদের অপারেশন টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় তারল্য থাকে।

২. **লোন মোরাটোরিয়াম** : ব্যবসায়িকদের নগদ প্রবাহের বাধা মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য ঋণ পরিশোধের সাময়িক স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩. **সুদের হার ক্যাপস** : CMSME-কে নতুন ঋণের জন্য সুদের হার ধারের খরচ কমাতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল।

৪. **ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম** : সিএমএসএমই-কে ঋণ দিতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য, একটি ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ঋণদাতাদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস করে।

এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য অর্থনৈতিক ধাক্কা কমানো, কর্মসংস্থান বজায় রাখা এবং CMSME সেক্টরকে স্থিতিশীল করা, যা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-40। পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামের আওতায় নারী উদ্যোগ উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান উদ্যোগগুলো কী কী? BPE-96 তম ।

বাংলাদেশ ব্যাংক তার পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামের অধীনে একাধিক টার্গেটেড উদ্যোগের মাধ্যমে নারী উদ্যোগের উন্নয়নে সক্রিয় রয়েছে। অর্থের সরবরাহ বাড়ানো এবং মহিলা উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **ডেডিকেটেড পুনঃঅর্থায়ন স্কিম** : একটি পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্পের প্রবর্তন যা বিশেষভাবে মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য তাদের সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণ প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

২. **সুদের ভর্তুকি** : নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা নেওয়া ঋণের জন্য সুদের হার ভর্তুকি প্রদান করে ঋণের খরচ কমাতে এবং আরও বেশি নারীকে আর্থিক পরিষেবা অ্যাক্সেস করতে উৎসাহিত করা।

৩. **সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা শিথিলকরণ** : নারী উদ্যোক্তাদের ক্রেডিট সহজে অ্যাক্সেসের সুবিধার্থে জামানত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজ করা।

৪. **সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচীঃ** নারীদের ব্যবসায়িক দক্ষতা, আর্থিক সাক্ষরতা এবং উদ্যোক্তা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচীর আয়োজন করা।

৫. **বিশেষ ক্রেডিট কোটা** : আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ ক্রেডিট কোটা বরাদ্দ করা নিশ্চিত করা যে ঋণের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নারী-মালিকানাধীন ব্যবসার দিকে পরিচালিত হয়।

এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করা, তাদেরকে অর্থনীতিতে আরও উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-41। নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে গৃহীত আরও পদক্ষেপ উল্লেখ করুন। BPE-96 তম ।

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য উপকারী হতে পারে এমন আরও পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে:

১. **পুঁজিতে বর্ধিত অ্যাক্সেস** : নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসার জন্য উৎসর্গীকৃত আর্থিক পণ্য এবং তহবিল স্থাপন করুন, অনুকূল শর্তাবলী সহ পুঁজিতে সহজ অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

২. **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম** : প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও জ্ঞানের সাথে নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং বাজার অ্যাক্সেসের উপর ফোকাস করে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শদান করা।

৩. **মার্কেট লিংকেজ সাপোর্ট** : বাণিজ্য মেলা, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই নারী উদ্যোক্তা এবং সম্ভাব্য বাজারের মধ্যে সংযোগ সহজতর করা।

৪. **নীতি সংস্কার** : সমান সম্পত্তি অধিকার, উত্তরাধিকার আইন, এবং বৈষম্য বিরোধী ব্যবস্থা সহ উদ্যোক্তাদের লিঙ্গ সমতাকে উৎসাহিত করে এমন নীতিগুলি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ করা।
৫. **শিশু যত্নে সহায়তা** : নারী উদ্যোক্তাদের জন্য শিশু যত্ন পরিষেবা প্রদান বা ভর্তুকি দেওয়া, যাতে তারা আরও কার্যকরভাবে পারিবারিক দায়িত্বের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিশ্রুতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং সাফল্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে পারে, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলা।

প্রশ্ন-42। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে কি বুঝ? আমাদের কৃষি উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব কী হতে পারে। পদ্ধতি? ডিসেম্বর-১৯ BPE-98th

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে মানুষের ক্রিয়াকলাপের কারণে পৃথিবীর গড় পৃষ্ঠের তাপমাত্রার দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি বোঝায়, প্রাথমিকভাবে কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন। এই উষ্ণতা জলবায়ু প্যাটার্নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।

কৃষি উৎপাদনে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের নেতিবাচক প্রভাবগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে:

১. **চরম আবহাওয়া** : আরও ঘন ঘন এবং গুরুতর খরা, বন্যা এবং ঝড় ফসলের ক্ষতি করতে পারে এবং ফলন হ্রাস করতে পারে।
২. **ক্রমবর্ধমান ঋতু পরিবর্তন** : তাপমাত্রা পরিবর্তন রোপণ এবং ফসল কাটার সময় প্রভাবিত করতে পারে, ঐতিহ্যগত চাষের সময়সূচী ব্যাহত করতে পারে।
৩. **পানির ঘাটতি** : বাষ্পীভবন বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তিত হলে পানির ঘাটতি দেখা দিতে পারে যা সেচকে প্রভাবিত করে।
৪. **কীটপতঙ্গ ও রোগের বিস্তার** : উষ্ণ তাপমাত্রা ফসলের ক্ষতি করে এমন কীটপতঙ্গ ও রোগের বিস্তারকে উৎসাহিত করে।
৫. **মাটির অবক্ষয়** : বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন মাটির স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে, এর উর্বরতা হ্রাস করে।

এই প্রভাবগুলি কৃষিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, সম্ভাব্য খাদ্য উৎপাদন হ্রাস করতে পারে এবং কৃষকদের জন্য অসুবিধা বাড়ায়।

প্রশ্ন-43। প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ পেতে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন? এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান কি? জুন-19

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যা:

১. **জামানতের অভাব** : অনেকের কাছে ঋণ সুরক্ষিত করার জন্য সম্পদ নেই।
২. **জটিল পদ্ধতি** : ঋণ প্রক্রিয়া জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হয়।
৩. **উচ্চ সুদের হার** : প্রায়শই ছোট আকারের কৃষকদের জন্য অসাধ্য।
৪. **সীমিত অ্যাক্সেস** : কেউ কেউ সীমিত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করেন।
৫. **নিম্ন আর্থিক সাক্ষরতা** : আর্থিক পণ্য এবং প্রক্রিয়া বোঝার অভাব।

এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান:

১. **ক্ষুদ্রঋণ বিকল্প** : ছোট, জামানত-মুক্ত ঋণ।
২. **সরলীকৃত ঋণ প্রক্রিয়া** : আবেদন প্রক্রিয়া সহজ ও কৃষক-বান্ধব করা।
৩. **সরকারী ভর্তুকি** : ভর্তুকি দিয়ে সুদের হার কমানো।
৪. **মোবাইল ব্যাংকিং সেবা** : প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান।
৫. **আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম** : কৃষকদের অর্থ ও ব্যাংকিং সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

এই সমাধানগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের তাদের প্রয়োজনীয় ক্রেডিট আরও সহজে এবং কার্যকরভাবে অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-44। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণের ধারণাগুলি সংজ্ঞায়িত করুন। ডিসেম্বর-১৯ BPE-98th.

প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ:

ব্যাংক, সমবায় সমিতি এবং সরকারি সংস্থার মতো আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ধরনের ঋণ আসে। এই উৎসগুলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঋণ দেওয়ার জন্য কাঠামোগত প্রক্রিয়া রয়েছে। তারা সংজ্ঞায়িত সুদের হার এবং পরিশোধের শর্তাবলী সহ বিভিন্ন ঋণ পণ্য অফার করে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সাধারণত আরো নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য এবং প্রায়ই কম সুদের হারের সাথে আসে।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঋণ:

অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বলতে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরের উৎস থেকে ঋণ বোঝায়। এর মধ্যে অর্থঋণদাতা, ব্যবসায়ী, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন রয়েছে। এই উৎসগুলি আর্থিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং তাদের ঋণের শর্তাবলী ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণগুলি প্রাপ্ত করা সহজ এবং দ্রুত হতে পারে, বিশেষ করে ছোট আকারের কৃষকদের জন্য, তবে তারা প্রায়শই উচ্চ সুদের হার এবং কম আনুষ্ঠানিক ঋণ পরিশোধের শর্তাবলী নিয়ে আসে। নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে অন্যায্য অনুশীলনের ঝুঁকিও বেশি

প্রশ্ন-45। তত্ত্বাবধানে ক্রেডিট এর বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। ডিসেম্বর-১৯

সুপারভাইজড ক্রেডিট হল এক ধরনের ঋণ যেখানে ঋণদাতা, সাধারণত একটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কীভাবে ঋণটি ব্যবহার করা হয় তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। এখানে এর বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে:

তত্ত্বাবধানকৃত ক্রেডিট এর বৈশিষ্ট্য:

১. **ক্লোজ মনিটরিং** : ঋণদাতা নিয়মিতভাবে চেক করেন কিভাবে ঋণগ্রহীতা টাকা ব্যবহার করছে।
২. **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য** : বীজ বা সরঞ্জাম কেনার মতো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয় এবং ঋণগ্রহীতাকে সেই অনুযায়ী অর্থ ব্যবহার করতে হবে।
৩. **নির্দেশিকা এবং সমর্থন** : ঋণদাতারা প্রায়ই ঋণগ্রহীতাদের পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদান করে, তাদের ঋণ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

তত্ত্বাবধানকৃত ক্রেডিট এর উদ্দেশ্য:

১. **সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা** : ঋণটি সঠিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
২. **ঋণ পরিশোধের উন্নতি** : নিরীক্ষণ এবং সমর্থন করে, ঋণদাতারা ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে।
৩. **প্রকল্পের সাফল্য বাড়ানো** : তত্ত্বাবধান প্রকল্প বা ব্যবসার সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করে যার জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছিল।
৪. **ঝুঁকি হ্রাস** : নিবিড় পর্যবেক্ষণ ঋণের অপব্যবহার বা ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করে

প্রশ্ন-46. কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর। BPE-97 তম ।

বাংলাদেশে একটি কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিনিয়োগের কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তার একটি সেট মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে:

১. **সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন** : বাজার বিশ্লেষণ, প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং আর্থিক অনুমান সহ প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা প্রদর্শন করে একটি ব্যাপক সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন।
২. **ব্যবসায়িক পরিকল্পনা** : প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কৌশল, কর্মক্ষম পরিকল্পনা এবং আর্থিক পূর্বাভাসের রূপরেখা একটি বিশদ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহন।
৩. **সমান্তরাল নিরাপত্তা** : অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ কভার করার জন্য পর্যাপ্ত জামানত বা গ্যারান্টি দেওয়া।
৪. **প্রবিধানের সাথে সম্মতি** : পরিবেশ আইন এবং কৃষি নীতি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক জাতীয় এবং স্থানীয় প্রবিধান মেনে চলা।
৫. **প্রযুক্তিগত দক্ষতা** : প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার প্রমান করা।
৬. **আর্থিক অবদান** : প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন এবং ঋণদাতার ঝুঁকি কমাতে উদ্যোক্তার কাছ থেকে একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক অবদান রাখা।

এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করা নিশ্চিত করে যে কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলি আর্থিকভাবে সুস্থ এবং বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে অর্থায়নের জন্য তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-47। কেন একটি কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অসুস্থ হয়ে পড়ে? কিভাবে ব্যাংক একটি কৃষি ভিত্তিক অসুস্থ প্রকল্প সংরক্ষণ করতে সহায়ক হতে পারে? BPE-97 তম ।

একটি কৃষিভিত্তিক প্রকল্প দুর্বল ব্যবস্থাপনা, অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা, প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, বাজারের ওঠানামা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অপর্যাপ্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই কারণগুলি অপারেশনাল অদক্ষতা, হ্রাস উৎপাদনশীলতা এবং আর্থিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা প্রকল্পের স্থায়িত্বকে বিপন্ন করে।

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অসুস্থ কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে:

১. **ঋণ পুনর্গঠন** : প্রকল্পের উপর আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য ঋণ পরিশোধের শর্তাদি পরিবর্তন করা, স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য শ্বাস নেওয়ার জায়গা প্রদান করা।
২. **অতিরিক্ত অর্থায়ন প্রদান** : অপারেশন পুনর্গঠন, আধুনিক প্রযুক্তি অর্জন বা বাজারের প্রসারের জন্য অতিরিক্ত ঋণ বা ঋণ সুবিধা প্রদান করা।
৩. **প্রযুক্তিগত সহায়তা** : কর্মক্ষম দক্ষতা এবং লাভজনকতা বাড়াতে কৃষির সর্বোত্তম অনুশীলন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং বাজার বিশ্লেষণে দক্ষতা প্রদান করা।
৪. **প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুবিধা** : আধুনিক কৃষি কৌশল, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা এবং টেকসইতা অনুশীলনে প্রকল্প কর্মীদের এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করার মাধ্যমে, ব্যাংকগুলি অসুস্থ কৃষি-ভিত্তিক প্রকল্পগুলি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করতে পারে, তাদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরতা এবং অর্থনীতিতে অবদান নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-48। কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে? কিভাবে একটি অর্থায়নকারী ব্যাংক একটি অসুস্থ প্রকল্পের পুনর্বাসনে সহায়তা করতে পারে? জুন-19।

যখন একটি ব্যাংক কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন বিবেচনা করে, তখন এটি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেয়:

১. **প্রকল্পের কার্যকারিতা** : প্রকল্পটি ব্যবহারিক, লাভজনক এবং টেকসই কিনা তা ব্যাংক মূল্যায়ন করে।
২. **ঋণগ্রহীতার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা** : ঋণগ্রহীতার কৃষি বা সংশ্লিষ্ট কাজে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ।
৩. **বাজারের সম্ভাবনা** : প্রকল্পের পণ্য বা পরিষেবাগুলি বাজারে কতটা ভাল বিক্রি হতে পারে।
৪. **পরিবেশগত প্রভাব** : পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব বিবেচনা করা হয়, স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
৫. **ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা** : ব্যাংক ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করে।

একটি অসুস্থ প্রকল্প পুনর্বাসনের জন্য, একটি অর্থায়নকারী ব্যাংক সাহায্য করতে পারে:

১. **ঋণ পুনর্গঠন** : ঋণ পরিশোধের সময়সূচী সামঞ্জস্য করা যাতে এটি আরও পরিচালনাযোগ্য হয়।
২. **অতিরিক্ত তহবিল প্রদান** : যদি প্রয়োজন হয়, প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করার জন্য।
৩. **কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ** : প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ এবং পরিচালনার উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য দক্ষতা প্রদান করা।
৪. **নিরীক্ষণের অগ্রগতি** : প্রকল্পের পুনরুদ্ধার ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং চলমান সহায়তা প্রদান।

প্রশ্ন-49। জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কৃষিঋণ অনুমোদন ও বিতরণের আনুষ্ঠানিকতা আলোচনা কর । জুন-19

বাংলাদেশে জাতীয়করণ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যখন কৃষিঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করে, তখন তারা এই আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ করে:

১. **ঋণের আবেদন** : কৃষকরা তাদের কৃষি প্রকল্পের বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য সহ একটি আবেদন জমা দেন।
২. **নথি যাচাই** : ব্যাংকগুলি জমির রেকর্ড, পরিচয় প্রমাণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মতো নথিগুলি পরীক্ষা করে।
৩. **প্রকল্প মূল্যায়ন** : ব্যাংক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, লাভজনকতা এবং স্থায়িত্ব মূল্যায়ন করে।
৪. **ঋণযোগ্যতা পরীক্ষা** : ব্যাংক ঋণগ্রহীতার আর্থিক ইতিহাস এবং পরিশোধের ক্ষমতা পর্যালোচনা করে।
৫. **অনুমোদন প্রক্রিয়া** : যদি মূল্যায়ন ইতিবাচক হয়, তাহলে ঋণটি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হয়।
৬. **ঋণ চুক্তি** : ঋণগ্রহীতা শর্তাবলীর বিবরণ দিয়ে একটি ঋণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
৭. **সমান্তরাল মূল্যায়ন** : প্রয়োজন হলে, সমান্তরাল মূল্যায়ন করা হয় এবং নথিভুক্ত করা হয়।
৮. **বিতরণ** : অবশেষে, প্রকল্পের প্রয়োজন এবং ব্যাঙ্কের নীতির উপর নির্ভর করে, ঋণের পরিমাণ একক বা পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হয়।

এই পদক্ষেপগুলি কার্যকর কৃষি প্রকল্পগুলিতে ঋণ দেওয়া হয় এবং তা পরিশোধের সম্ভাবনা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে

প্রশ্ন-50। কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে?) জুন-১৭

কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহি করতে, এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে:

১. **স্পষ্ট নির্দেশিকা** : ঋণের যোগ্যতা, আবেদন এবং বিতরণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা স্থাপন এবং যোগাযোগ করুন।

MetaMentor Center

২. **ডিজিটাইজেশন** : ঋণের আবেদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ট্র্যাকিং, কাগজপত্র হ্রাস এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল সিস্টেম প্রয়োগ করুন।
৩. **নিয়মিত অডিট** : সমস্ত পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত অডিট পরিচালনা করুন।
৪. **প্রশিক্ষণ কর্মী** : নৈতিক অনুশীলন এবং স্বচ্ছতার গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাংক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিন।
৫. **গ্রাহক শিক্ষা** : ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রক্রিয়া, তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করুন।
৬. **ফিডব্যাক মেকানিজম** : এমন একটি সিস্টেম স্থাপন করুন যেখানে ঋণগ্রহীতারা সমস্যার রিপোর্ট করতে বা মতামত দিতে পারে।
৭. **স্বচ্ছ যোগাযোগ** : নিয়মিতভাবে ঋণগ্রহীতাদের তাদের ঋণ আবেদন এবং বিতরণের অবস্থা আপডেট করুন।
৮. **জবাবদিহিতার ব্যবস্থা** : কোনো অসঙ্গতি বা অনৈতিক আচরণের জন্য কর্মীদের দায়বদ্ধ রাখার জন্য ব্যবস্থা নিন।

এই পদক্ষেপগুলি আর্থিক ব্যবস্থায় আস্থা তৈরি করতে এবং কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

প্রশ্ন-51। কিভাবে আমরা নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা দূর করতে পারি? জুন-১৭

নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে:

১. **সচেতনতামূলক কর্মসূচী** : স্টেরিওটাইপকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং নারীদের উদ্যোক্তাকে উন্নীত করতে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
২. **উপযোগী আর্থিক পণ্য** : বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য তাদের অনন্য চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে ঋণ পণ্য ডিজাইন করা।
৩. **সরলীকৃত পদ্ধতি** : ঋণের আবেদন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করে নারীদের জন্য আরও সহজলভ্য করে তোলা।
৪. **প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা** : বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা এবং ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের অফার।
৫. **নমনীয় সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তা** : সমান্তরাল প্রয়োজনীয়তাগুলি মানিয়ে নিন, এই স্বীকৃতি দিয়ে যে মহিলাদের সম্পদে পুরুষদের সমান অ্যাক্সেস থাকতে পারে না।
৬. **ব্যাংকিংয়ে নারীদের উৎসাহিত করা** : আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আরও বেশি নারীকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিন।
৭. **নেটওয়ার্কিং সুযোগ** : নারী উদ্যোক্তাদের জন্য নেটওয়ার্কিং এবং মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম সহজতর করা।
৮. **নীতি পরিবর্তন** : আইন এবং নীতির পরিবর্তনের জন্য উকিল যা অসাবধানতাবশত মহিলাদের জন্য ক্রেডিট অ্যাক্সেস করা কঠিন করে তোলে।

এই ব্যবস্থাগুলি নারী উদ্যোক্তাদের তাদের প্রয়োজনীয় ক্রেডিট অ্যাক্সেস করার জন্য আরও সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন-52। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বলতে কী বোঝ? দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতিগত ব্যবস্থা আলোচনা কর। জুন-19

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি মানে নিশ্চিত করা যে ব্যক্তি এবং ব্যবসার তাদের প্রয়োজনীয় এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে যা তাদের চাহিদা পূরণ করে যেমন লেনদেন, অর্থপ্রদান, সঞ্চয়, ক্রেডিট এবং বীমা। এটি লোকেদের আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় আনার বিষয়ে, বিশেষ করে যারা ঐতিহ্যগতভাবে বাদ।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য, বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু নীতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে:

১. **মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস** : প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে মোবাইল ব্যাংকিংকে উৎসাহিত করা।
২. **এজেন্ট ব্যাংকিং** : মৌলিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুন্নত এলাকায় ব্যাংকিং এজেন্ট স্থাপন করা।
৩. **ক্ষুদ্রঋণ** : সহায়ক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান যারা ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্কিং-এর অ্যাক্সেস নেই তাদের ছোট ঋণ প্রদান করে।
৪. **অন্তর্ভুক্তিমূলক ঋণ পণ্য** : ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য উপযোগী ঋণ পণ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে।
৫. **আর্থিক সাক্ষরতা প্রোগ্রাম** : আর্থিক পরিষেবা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে লোকেদের শিক্ষিত করার জন্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।
৬. **মহিলা ব্যাংকিং** : আর্থিক পরিষেবাগুলিতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য সকলের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী করে তোলা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-53। ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা বর্ণনা কর। BPE-97 তম ।

বাংলাদেশে, ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণে মধ্যস্বত্বভোগীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা কৃষক এবং ভোক্তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে, পণ্য পরিবহন, স্টোরেজ এবং বিতরণ পরিচালনা করে। যদিও তারা সাপ্লাই চেইনে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করে, তাদের উপস্থিতি প্রায়শই খরচ বাড়িয়ে দেয়।

১. **মূল্য মার্কআপ** : মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের মার্কআপ যোগ করে কার্যক্ষম খরচ এবং মুনাফা কভার করার জন্য, যার ফলে ভোক্তাদের জন্য দাম বেশি হয়।

২. **কৃষকদের সীমিত দর কষাকষির ক্ষমতা** : বাজারে প্রবেশাধিকার এবং তাৎক্ষণিক নগদ চাহিদার অভাবে কৃষকরা প্রায়ই কম দামে বিক্রি করে। মধ্যস্বত্বভোগীরা তখন খুচরা বিক্রেতা বা ভোক্তাদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে।

৩. **তথ্যের অসামঞ্জস্য** : মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের কাছে উপলব্ধ বাজার তথ্যের অভাবকে কাজে লাগাতে পারে, উৎপাদকদের কাছ থেকে কম কেনা এবং ভোক্তাদের কাছে বেশি বিক্রি করতে পারে।

৪. **সাপ্লাই চেইন অদক্ষতা** : মধ্যস্বত্বভোগীদের একাধিক স্তর অদক্ষতা এবং বর্ধিত খরচের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা ভোক্তাদের দামকে আরও স্ফীত করে।

সামগ্রিকভাবে, যদিও মধ্যস্বত্বভোগীরা বাজারের কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাদের ভূমিকা কখনও কখনও উচ্চ ভোক্তা মূল্য এবং কৃষকদের উপার্জন হ্রাসে অবদান রাখতে পারে

প্রশ্ন-54। কীভাবে "কৃষকের 10-টাকা অ্যাকাউন্ট" আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? BPE-97 তম।

বাংলাদেশে "কৃষকের 10-টাকা অ্যাকাউন্ট" গ্রামীণ কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগটি কৃষকদের মাত্র 10 টাকা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে দেয় যা আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশের বাধাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। ভূমিকা সমূহ নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস** : কৃষকরা মৌলিক ব্যাংকিং পরিষেবা, সঞ্চয় স্কিম এবং ক্রেডিট সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করে যা আগে উচ্চ অ্যাকাউন্ট খোলার ফিগুলির কারণে অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল না।

২. **সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে** : এটি কৃষকদের মধ্যে একটি সঞ্চয় সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করে, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং স্থিতিস্থাপকতায় অবদান রাখে।

৩. **ঋণের প্রবেশদ্বার** : একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, কৃষকরা যুক্তিসঙ্গত হারে আনুষ্ঠানিক ক্রেডিট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, অনানুষ্ঠানিক, উচ্চ-মূল্যের ঋণের উপর তাদের নির্ভরতা হ্রাস করে।

৪. **আর্থিক সাক্ষরতা** : প্রোগ্রামটি প্রায়ই আর্থিক শিক্ষার সাথে আসে, যা কৃষকদের সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ঋণ সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৫. **সরকারী সুবিধা** : এটি সরকারী ভর্তুকি এবং সহায়তার সরাসরি স্থানান্তরকে সহজতর করে, ন্যূনতম লিকেজ এবং দক্ষ বিতরণ নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে, "কৃষকের 10-টাকা অ্যাকাউন্ট" বাংলাদেশের গ্রামীণ কৃষি খাতের আর্থিক ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-55। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি অর্থায়নের ভূমিকা কী? কৃষিপণ্যের রপ্তানি কীভাবে বাড়ানো যায়? জুন-১৭

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি অর্থের ভূমিকা:

১. **বিনিয়োগ সক্ষম করে** : কৃষকদের বীজ, সার এবং সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করে, যার ফলে ফসলের উচ্চ ফলন হয়।

২. **আধুনিকীকরণ সমর্থন করে** : নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : ফসলের ব্যর্থতা বা বাজারের ওঠানামার বিরুদ্ধে কৃষকদের জন্য একটি নিরাপত্তা জাল প্রদান করে।

৪. **বৈচিত্র্যকরণ** : কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলাতে উৎসাহিত করে, খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ায়।

কৃষি পণ্যের রপ্তানি প্রচার:

১. **গুণমান উন্নয়ন** : আন্তর্জাতিক মান পূরণের জন্য পণ্যের গুণমান উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ করা।

২. **বাজার গবেষণা** : বিশ্বব্যাপী বাজারের চাহিদা এবং প্রবণতা বোঝা।

৩. **অবকাঠামো উন্নয়ন** : উন্নত স্টোরেজ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবহন সুবিধা তৈরি করা।

৪. **সরকারী সহায়তা** : রপ্তানিমুখী কৃষির জন্য ভর্তুকি ও প্রণোদনা প্রদান।

MetaMentor Center

৫. **সার্টিফিকেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড** : জৈব বা টেকসই চাষের জন্য আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত করা।

এই কৌশলগুলি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে এবং কৃষি পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন-56. বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি দ্বারা প্রদত্ত গ্রামীণ ঋণের দুর্বল পুনরুদ্ধারের কারণগুলি কী কী? জুন-19

বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি দ্বারা প্রদত্ত গ্রামীণ ঋণের দুর্বল পুনরুদ্ধার বিভিন্ন কারণে হতে পারে:

১. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ** : বন্যা, খরা এবং অন্যান্য আবহাওয়া-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ফসলের ব্যর্থতার কারণ হতে পারে, যা কৃষকদের ঋণ পরিশোধ করা কঠিন করে তোলে।

২. **নিম্ন বাজার মূল্য** : কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম না পেলে, তাদের আয় ঋণ পরিশোধের জন্য অপর্যাপ্ত হতে পারে।

৩. **উচ্চ সুদের হার** : কখনও কখনও, ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সুদের হার খুব বেশি হতে পারে।

৪. **অপর্যাপ্ত ঋণের আকার** : ঋণ গ্রহীতাদের উৎপাদনশীলতা এবং আয়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে ঋণ খুব ছোট হতে পারে।

৫. **আর্থিক সাক্ষরতার অভাব** : কৃষকরা ঋণের শর্তাবলী পুরোপুরি বুঝতে পারে না।

৬. **দুর্বল প্রকল্প পরিকল্পনা** : খারাপভাবে পরিকল্পিত প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত ঋণ প্রত্যাশিত আয় নাও দিতে পারে।

৭. **অদক্ষ মনিটরিং** : ব্যাংক দ্বারা যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাব ঋণ তহবিলের অপব্যবহার হতে পারে।

বিশেষায়িত ব্যাঙ্কিংয়ে গ্রামীণ ঋণ পুনরুদ্ধারের হার উন্নত করার জন্য এই সমস্যাগুলির সমাধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-57। এজেন্ট ব্যাংকিং কি? এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের গুণাবলী ও কুফল আলোচনা কর । ডিসেম্বর-১৯, বিপিই-৯৭ তম ।

এজেন্ট ব্যাংকিং হল এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যাংকগুলি এজেন্টদের ব্যবহার করে ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের জন্য যেখানে তাদের শাখা নেই। এই এজেন্টরা দোকান বা ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কিং লেনদেন করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি হতে পারে।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের সুবিধা:

১. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জন্য ঋণ অ্যাক্সেস করা সহজ করে তোলে।

২. **সুবিধা** : কৃষকদের ব্যাংক শাখায় বেশি দূর যেতে হবে না।

৩. **দ্রুত পরিষেবা** : ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করে এবং গতি বাড়ায়।

৪. **কম খরচ** : ব্যাংক এবং ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্যই লেনদেনের খরচ কমায়।

অপকারিতা:

১. **সীমিত পরিষেবা** : এজেন্টরা একটি ব্যাংক শাখায় প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা অফার নাও করতে পারে।

২. **জালিয়াতির ঝুঁকি** : জালিয়াতি বা অব্যবস্থাপনার একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি আছে।

৩. **এজেন্টদের উপর নির্ভরশীলতা** : পরিষেবার গুণমান এজেন্টের নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে।

৪. **প্রশিক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান** : কার্যকর প্রশিক্ষণ এবং এজেন্টদের তত্ত্বাবধান প্রয়োজন, যা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এজেন্ট ব্যাংকিং যখন কৃষি ঋণের অ্যাক্সেস উন্নত করে, এটির নির্ভরযোগ্যতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনা এবং তদারকি প্রয়োজন।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-58। কেন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এজেন্ট ব্যাংকিং দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে? BPE-97 তম ।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবধান পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রামীণ বাংলাদেশে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এই মডেলটি স্থানীয় দোকানদারদের মত এজেন্টদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিকে প্রসারিত করে যেখানে ঐতিহ্যবাহী ব্যাঙ্কের শাখা দুষ্প্রাপ্য বা অস্তিত্বহীন। এখানে কেন এটি সমৃদ্ধ হচ্ছে:

১. **অ্যাক্সেসযোগ্যতা** : এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং পরিষেবা নিয়ে আসে, আর্থিক লেনদেনগুলিকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে।

২. **সুবিধা** : ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকগুলির তুলনায় বর্ধিত অপারেটিং ঘন্টার সাথে, এটি গ্রাহকদের জন্য আরও বেশি সুবিধা প্রদান করে।

৩. **কম খরচ** : এটি গ্রামীণ বাসিন্দাদের জন্য সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে দূরবর্তী ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে।

৪. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** : এটি আমানত, উত্তোলন, রেমিট্যান্স, এবং ঋণ পরিশোধের মতো পরিষেবাগুলি অফার করে আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংকবিহীন জনসংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. **ক্ষমতায়ন** : ব্যাঙ্কিং পরিষেবাগুলিতে সহজে অ্যাক্সেসের সুবিধা দিয়ে, এটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করে, তাদের অর্থনৈতিক মঙ্গল ও উন্নয়নে অবদান রাখে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের সাফল্য উদাহরণ দেয় যে কীভাবে উদ্ভাবনী ব্যাংকিং মডেলগুলি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং গ্রামীণ উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রশ্ন-59। সবুজ ব্যাংকিং কি? বাংলাদেশে গ্রিন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? ডিসেম্বর-১৯

গ্রীন ব্যাঙ্কিং বলতে এমন ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমকে বোঝায় যা পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করে এবং কার্বন পদচিহ্ন কমানোর লক্ষ্য রাখে। এটি পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ এবং টেকসই উন্নয়নকে উৎসাহিত করে এমন অনুশীলন এবং কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে।

বাংলাদেশে, গ্রিন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে:

১. **গ্রিন ফাইন্যান্স পলিসি** : বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ব্যাংকগুলোর জন্য নীতিমালা চালু করেছে।

২. **সবুজ প্রকল্পে বিনিয়োগ** : পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করা।

৩. **অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা** : কাগজের ব্যবহার কমাতে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং প্রচার করা।

৪. **শক্তি দক্ষতা** : ব্যাংকগুলিকে তাদের ক্রিয়াকলাপে শক্তি-দক্ষ অবকাঠামো এবং অনুশীলনগুলি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা।

৫. **সচেতনতামূলক কর্মসূচী** : ব্যাংক এবং তাদের গ্রাহকদের মধ্যে পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রোগ্রাম পরিচালনা করা।

৬. **সবুজ পুনঃঅর্থায়ন** : কম সুদের হারে সবুজ প্রকল্পের জন্য পুনর্অর্থায়নের বিকল্পগুলি অফার করা।

এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য হল পরিবেশগত বিবেচনাগুলিকে ব্যাংকিং অনুশীলনে একীভূত করা, যা বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের সামগ্রিক লক্ষ্যে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৬০। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং কি? BPE-96 BPE-98th.

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং হল কৃষক এবং একটি কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে কৃষকরা একটি নির্দিষ্ট ধরনের শস্য বা পশুসম্পদ উৎপাদন করতে সম্মত হন এবং তারপর একটি পূর্বনির্ধারিত মূল্যে কোম্পানির কাছে বিক্রি করেন। কোম্পানিটি সাধারণত কৃষককে বীজ, সার, প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং কখনও কখনও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। বিনিময়ে, কৃষক নিশ্চিত করে যে পণ্যটি কোম্পানির দ্বারা নির্ধারিত গুণমান এবং পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। এই ব্যবস্থা কৃষকদের বাজারের ঝুঁকি হ্রাস করে এবং তাদের একটি নিশ্চিত ক্রেতা প্রদান করে সাহায্য করে যখন কোম্পানিগুলি কৃষি পণ্যের একটি স্থির সরবরাহ পায়। এটি কৃষকদের সরাসরি বাজারের সাথে সংযুক্ত করার একটি উপায়।

প্রশ্ন-61। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর গুণাগুণ ও কুফল আলোচনা কর। BPE-96, BPE-98th.

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর যোগ্যতা:

১. **স্থিতিশীল আয়** : কৃষকদের একটি নিশ্চিত ক্রেতা এবং তাদের পণ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে, যা আয়ের স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

২. **ঝুঁকি হ্রাস** : কোম্পানি প্রায়শই বাজারের কিছু ঝুঁকি বহন করে, যেমন দামের ওঠানামা।

৩. **প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস** : কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি এবং কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চ-মানের ইনপুটগুলিতে অ্যাক্সেস পান।

৪. **প্রযুক্তিগত নির্দেশনা** : কোম্পানিগুলি প্রায়শই প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে, চাষাবাদের অনুশীলনের উন্নতি করে।

কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর কুফলঃ

১. **নির্ভরতা** : কৃষকরা ইনপুট এবং বাজারের জন্য কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হতে পারে।

২. **কম নিয়ন্ত্রণ** : কী চাষ করতে হবে এবং কীভাবে তা বাড়াতে হবে তার উপর কৃষকদের কম নিয়ন্ত্রণ থাকে।

৩. **গুণমান মান** : কোম্পানি দ্বারা সেট করা উচ্চ মানের মান পূরণের চাপ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

৪. **শোষণের ঝুঁকি** : কম দামের অফার করার মতো কোম্পানিগুলির দ্বারা অন্যায্য অনুশীলনের ঝুঁকি রয়েছে।

MetaMentor Center

সামগ্রিকভাবে, চুক্তিবদ্ধ চাষ কৃষকদের স্থিতিশীলতা এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে, এটি নির্ভরশীলতা এড়াতে এবং ন্যায্য চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সতর্ক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন।

প্রশ্ন-62। কিভাবে ব্যাংক এবং কৃষি ভিত্তিক উদ্যোক্তারা চুক্তি চাষ থেকে উপকৃত হয়? BPE-96 ,BPE-98th.

ব্যাংক এবং কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তা উভয়ই বিভিন্ন উপায়ে চুক্তিবদ্ধ চাষ থেকে উপকৃত হয়:

ব্যাংকগুলির জন্য:

১. **ঝুঁকি হ্রাস** : চুক্তি চাষ চুক্তিগুলি ব্যাংকগুলির জন্য আরও নিরাপদ বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়, কারণ পণ্যগুলির ইতিমধ্যেই একটি নিশ্চিত ক্রেতা রয়েছে।

২. **নিয়মিত পরিশোধ** : চুক্তি থেকে স্থিতিশীল আয়ের সাথে, কৃষকদের সময়মতো ঋণ পরিশোধ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৩. **বাজার সম্প্রসারণ** : চুক্তি চাষে জড়িত আরও কৃষকদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি তাদের বাজার সম্প্রসারণ করতে পারে।

কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য:

১. **স্থিতিশীল সরবরাহ** : তারা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কৃষি পণ্যের একটি ধারাবাহিক এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ পায়।

২. **মান নিয়ন্ত্রণ** : উদ্যোক্তারা চুক্তিতে মানের মান নির্দিষ্ট করতে পারে, নিশ্চিত করে যে তারা পছন্দসই পণ্যের গুণমান পায়।

৩. **খরচ দক্ষতা** : একাধিক পৃথক কৃষকদের জন্য অনুসন্ধান এবং আলোচনার খরচ হ্রাস করে।

সংক্ষেপে, চুক্তি চাষ আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং বাজারের নিশ্চয়তা দেয় ব্যাংক এবং কৃষি-ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের, এটিকে একটি পারস্পরিক উপকারী ব্যবস্থা করে তোলে।

প্রশ্ন-63। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত "শেয়ার ক্রপারদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট প্রোগ্রাম" চিত্রিত করুন । আপনি কি এই প্রোগ্রামে উল্লিখিত সুদের হারের সাথে একমত? কারণ সহ আলোচনা করুন । ডিসেম্বর-১৭ BPE-98th.

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত "শেয়ারক্রপারদের জন্য বিশেষ ক্রেডিট প্রোগ্রাম"-এর লক্ষ্য হল শেয়ারক্রপারদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যারা ঐতিহ্যগতভাবে জামানতের অভাবে আনুষ্ঠানিক ঋণ পেতে সমস্যায় পড়ে। এই কর্মসূচির অধীনে, ভাগচাষিরা জমি বা অন্যান্য সম্পদের নিরাপত্তা না দিয়েই কৃষিকাজের জন্য অর্থ ধার করতে পারে। এই প্রোগ্রামে সাধারণত তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি থাকে এবং এটি ভাগচাষীদের ক্ষমতায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়, যাতে তারা আরও ভাল ইনপুট এবং কৃষি অনুশীলনে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয় যার ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা এবং আয় বৃদ্ধি পায়।

এই প্রোগ্রামের সুদের হার সম্পর্কে, এটি সম্মত বা না বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে:

- **সামর্থ্য** : সুদের হার শেয়ার চাষীদের জন্য ঋণ পরিশোধের সামর্থ্যের জন্য যথেষ্ট কম হওয়া উচিত।
- **টেকসইতা** : এটি ব্যাঙ্কের খরচ কভার করবে, প্রোগ্রামের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।
- **তুলনামূলক বিশ্লেষণ** : এর প্রতিযোগিতামূলক মূল্যায়ন করার জন্য অন্যান্য উপলব্ধ কৃষি ঋণ বিকল্পের সাথে হারের তুলনা করা উচিত।

পরিশেষে, প্রোগ্রামের সাফল্য ব্যাংকের জন্য আর্থিকভাবে টেকসই হয় তা নিশ্চিত করার সাথে সাথে শেয়ারক্রপারদের সামর্থ্যের ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৬৪। ক্রপ ক্যালেন্ডার এবং ক্রেডিট নিয়ম বলতে আপনি কী বোঝেন? BPE-96

একটি "ফসল ক্যালেন্ডার" হল একটি সময়সূচী যা কৃষকরা ক্রমবর্ধমান ফসলের সাথে জড়িত কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে ব্যবহার করে। এতে ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপের সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন কখন জমি প্রস্তুত করতে হবে, বীজ রোপণ করতে হবে, সার প্রয়োগ করতে হবে, জল এবং ফসল কাটা হবে। ক্যালেন্ডারটি প্রতিটি ধরণের ফসলের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এটি কৃষকদের তাদের চাষাবাদের পদ্ধতিগুলিকে অনুকূল করতে এবং ফসলের ফলন উন্নত করতে সহায়তা করে।

কৃষিতে "ক্রেডিট নিয়ম" বলতে কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা বা নিয়মগুলিকে বোঝায়। এই নিয়মগুলির মধ্যে রয়েছে ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচী এবং অন্যান্য শর্ত। এগুলি সাধারণত ফসলের ধরন, এর উৎপাদন খরচ, প্রত্যাশিত ফলন এবং বাজার মূল্যের মতো বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে। ঋণের নিয়মগুলি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে কৃষকরা তাদের কৃষি চাহিদার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ অর্থ পান।

প্রশ্ন-65। ডিজিটাইজেশন কীভাবে একজন কৃষককে ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে তা বর্ণনা করুন। ডিসেম্বর-১৯

ডিজিটালাইজেশন কৃষকদের বিভিন্ন উপায়ে ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে:

১. **তথ্যে অ্যাক্সেস** : ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, কৃষকরা সহজেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, চাষের সেরা পদ্ধতি এবং বাজার মূল্য সম্পর্কে তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারে।

২. **যথার্থ চাষ** : জিপিএস এবং ড্রোনের মতো ডিজিটাল সরঞ্জামগুলি নির্ভুল চাষকে সক্ষম করে, যেখানে কৃষকরা দক্ষতার সাথে জল এবং সারের মতো সংস্থানগুলি ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে উচ্চ ফলন হয়।

৩. **রোগ এবং কীটপতঙ্গ শনাক্তকরণ** : স্মার্টফোন অ্যাপগুলি ফসলের রোগ এবং কীটপতঙ্গ শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

৪. **অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা** : কৃষকরা তাদের চাষাবাদের কৌশল উন্নত করে শস্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ পেতে পারেন।

৫. **বাজার সংযোগ** : ডিজিটাইজেশন কৃষকদের সরাসরি বাজারের সাথে সংযুক্ত করে, তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভালো দাম পেতে সাহায্য করে।

৬. **রেকর্ড রাখা এবং বিশ্লেষণ** : ডিজিটাল সরঞ্জামগুলি কৃষি কার্যক্রমের আরও ভাল রেকর্ড রাখতে, বিশ্লেষণ সক্ষম করে এবং ভবিষ্যতের ফসলের জন্য আরও ভাল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

সামগ্রিকভাবে, ডিজিটাইজেশন কৃষকদের জ্ঞান, সরঞ্জাম এবং সংযোগের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করে যা আরও দক্ষ চাষাবাদ এবং ভাল ফসলের ফলনের দিকে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন-৬৬। খামার যান্ত্রিকীকরণের সংজ্ঞা দাও। BPE-97 তম । BPE-98th.

খামার যান্ত্রিকীকরণ বলতে বোঝায় কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ব্যবহার এবং ঐতিহ্যগত কৃষি পদ্ধতি প্রতিস্থাপন। এর মধ্যে ট্রাক্টর এবং লাঙ্গলের মতো সাধারণ সরঞ্জাম থেকে শুরু করে আরও উন্নত প্রযুক্তি যেমন ফসল কাটার যন্ত্র, বীজ ড্রিল এবং সেচ ব্যবস্থার বিস্তৃত পরিসর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্য হল উৎপাদনশীলতা এবং ফসলের ফলন বৃদ্ধি করা যেখানে কৃষি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং শ্রম হ্রাস করা। এটি কৃষকদের আরও কার্যকরভাবে বৃহত্তর অঞ্চলে চাষ করতে, বৃহত্তর নির্ভুলতার সাথে ফসল পরিচালনা করতে এবং ঐতিহ্যগত চাষের সাথে জড়িত শারীরিক শ্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে দেয়। যান্ত্রিক কৃষি কৌশল অবলম্বন করে, কৃষকরা উচ্চ উৎপাদন হার, উন্নত পণ্যের গুণমান এবং উন্নত সামগ্রিক খামার ব্যবস্থাপনা অর্জন করতে পারে।

প্রশ্ন-67। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের কারণে আমাদের কৃষক উদ্বৃত্ত ও বেকার হয়ে পড়ছে। আপনি কি এর সাথে একমত? কারণ দেখান। জুন-19

কৃষকদের উদ্বৃত্ত এবং বেকার হয়ে যাওয়ার উপর খামার যান্ত্রিকীকরণের প্রভাব একটি জটিল সমস্যা। এখানে বিবেচনা করার কিছু কারণ রয়েছে:

১. **বর্ধিত দক্ষতা** : যান্ত্রিকীকরণ চাষের দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এটি কৃষকদের কম শ্রম দিয়ে বড় এলাকায় চাষ করতে দেয় যার ফলে উচ্চ ফলন হয়।

২. **হ্রাসকৃত শ্রমের চাহিদা** : মেশিনের দ্বারা কাজ করা হয় যা পূর্বে ম্যানুয়ালি করা হত প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যগত খামার শ্রমের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

৩. **চাকরির স্থানচ্যুতি** : কিছু খামার শ্রমিক স্বল্পমেয়াদে বেকার হয়ে যেতে পারে কারণ মেশিনগুলি কায়িক শ্রম প্রতিস্থাপন করে।

৪. **নতুন সুযোগ** : যাইহোক, যান্ত্রিকীকরণ মেশিন অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে।

৫. **দক্ষতা উন্নয়ন** : এটি গ্রামীণ জনশক্তির মধ্যে নতুন দক্ষতার বিকাশকে উৎসাহিত করে।

৬. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি** : সামগ্রিকভাবে, যান্ত্রিকীকরণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে যা ঐতিহ্যগত কৃষির বাইরে বিভিন্ন কাজের সুযোগ তৈরি করে।

সুতরাং, যদিও যান্ত্রিকীকরণ কিছু কাজের স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে এটি দক্ষতা এবং নতুন কাজের সম্ভাবনা নিয়ে আসে বিশেষ করে যারা মানিয়ে নিতে এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য।

প্রশ্ন-68। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কৃষক রপ্তানির কোনো সম্ভাবনা আছে কি? প্রভাব কি হবে? জুন-19

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে কৃষকদের কৃষি পন্য রপ্তানি করার ফলে সেখানে কৃষি কাজ করার সম্ভাবনাময় কাজের সুযোগ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে বিদেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগ করে। এই ধারণাটি বেশ কয়েকটি বিবেচনার সাথে জড়িত:

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ** : এটি কৃষকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে থাকে।
২. **দক্ষতার ব্যবহার** : কৃষকরা তাদের কৃষি দক্ষতা একটি নতুন পরিবেশে ব্যবহার করে সম্ভাব্যভাবে উন্নত চাষের দক্ষতা অর্জন করা যায়।
৩. **রেমিটেন্স** : এই কৃষকদের দেশে ফেরত পাঠানো অর্থ তাদের দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সাহায্য করতে পারে।
৪. **সাংস্কৃতিক ও আইনি চ্যালেঞ্জ** : কৃষকদের বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এবং স্থানীয় আইন ও কাজের অবস্থা বুঝতে হবে।
৫. **সামাজিক প্রভাব** : পরিবার থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিচ্ছিন্নতা এবং সম্ভাব্য সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলি কৃষকদের জন্য উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়।

সামগ্রিকভাবে এই ধরনের ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক প্রভাবও রয়েছে।

প্রশ্ন-৬৯। 'ভূমিহীন' এবং 'প্রান্তিক' কৃষকের সংজ্ঞা দাও। কিভাবে আমরা এই গোষ্ঠীগুলিকে তাদের এবং সেইসাথে আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য উপযুক্ত উপায়ে অর্থায়ন করতে পারি ? জুন-19

'ভূমিহীন' কৃষক তারাই যাদের কোনো কৃষি জমি নেই। তারা অন্যের খামারে কাজ করতে পারে বা জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর নির্ভর করতে পারে। অন্যদিকে 'প্রান্তিক' কৃষকরা খুব ছোট জমির মালিক, সাধারণত এক একরেরও কম। যথেষ্ট আয়ের জন্য তাদের জমির পরিমাণ খুবই কম।

এই গোষ্ঠীগুলিকে উপযুক্ত উপায়ে অর্থায়নের মধ্যে রয়েছে:

১. **ক্ষুদ্রঋণ** : তাদের সীমিত আর্থিক চাহিদা এবং পরিশোধের ক্ষমতার সাথে মেলে এমন ছোট ঋণ প্রদান করা।
২. **গোষ্ঠী ঋণ** : একটি গোষ্ঠীকে ঋণ দেওয়া, যেখানে সদস্যরা সম্মিলিতভাবে একে অপরের ঋণের গ্যারান্টি দেয়।
৩. **নমনীয় পরিশোধের পরিকল্পনা** : তাদের আয়ের ধরণ অনুযায়ী ঋণ পরিশোধের কাঠামো তৈরি করা, যেমন ফসল কাটার পরে পরিশোধের অনুমতি দেওয়া।
৪. **প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা** : আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষ চাষের কৌশলগুলির উপর শিক্ষা প্রদান করা।
৫. **সরকারী ভর্তুকি এবং অনুদান** : এই গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্য করে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ বা অনুদান প্রদান করা।

এই পদ্ধতিগুলি ভূমিহীন এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য অর্থ অ্যাক্সেসযোগ্য এবং পরিচালনাযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করতে পারে, পাশাপাশি আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন-৭০. শস্য সংরক্ষণ ঋণ এবং বিপণন ঋণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th

শস্য সংরক্ষণ ঋণ:

- **পরবর্তী ফসল কাটার ক্ষতি কমানো:** শস্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে অপচয় কমাতে সহায়ক।
- **গুণগত মান বজায় রাখা:** শস্যের মান দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত থাকে।
- **আয় স্থিতিশীলকরণ:** কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য তখনই বিক্রি করতে পারে যখন মূল্য সহনশীল থাকে।

বিপণন ঋণ:

- **বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি:** পরিবহন ও বিতরণের জন্য তহবিল সরবরাহ করে।
- **উন্নত মূল্য নিশ্চিত করা:** কৃষকদের ব্যাপক বাজারে প্রবেশ করতে সহায়তা করে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের কমাতে সহায়ক।
- **দক্ষ বিপণন:** প্যাকেজিংসহ অন্যান্য বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা করে, যা আয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

এগুলো একত্রে কৃষকদের উৎপাদন দক্ষভাবে পরিচালনা, আয় স্থিতিশীল করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সহায়ক।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৭১. কৃষকরা মেয়াদের উপর ভিত্তি করে যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিঋণ প্রয়োজন তা কী কী?

কৃষকরা সাধারণত মেয়াদের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের কৃষিঋণ প্রয়োজন:

1. **স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ:** এক বছরের কম মেয়াদে নেওয়া ঋণ, সাধারণত ৬ মাস থেকে এক বছরের জন্য প্রয়োজন। এই ঋণ বীজ, সার, কীটনাশক কেনা, ভাড়া এবং সরকারি কর প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি পশুপালন, হাঁস-মুরগি এবং মৎস্য খামারের জন্যও কার্যকর মূলধন ব্যয়কে কভার করে।
2. **মধ্যমেয়াদী ঋণ:** এক বছরের বেশি কিন্তু তিন বছরের মধ্যে মেয়াদের ঋণ। এই ঋণ কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর এবং সেচ সরঞ্জাম কেনার জন্য ব্যবহৃত হয়।
3. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ:** তিন বছরের বেশি মেয়াদের ঋণ, যা বাণিজ্যিক কৃষি প্রকল্প, জমি ভরাট এবং জমি লবণমুক্তকরণের জন্য প্রয়োজন।

প্রশ্ন-৭২. কৃষকদের কৃষি ঋণ পেতে আনুষ্ঠানিক খাতের ব্যাংকগুলো থেকে যেসব মূল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা কী কী?

কৃষকরা আনুষ্ঠানিক খাতের ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ পেতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন:

1. **দীর্ঘ প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া:** জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়াগুলো ঋণ প্রাপ্তিকে বাধাগ্রস্ত করে।
2. **শহরমুখী পক্ষপাতিত্ব:** ব্যাংকগুলো নগর এলাকায় ঋণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়, যার ফলে গ্রামীণ এলাকা অবহেলিত হয়।
3. **গ্রামীণ এলাকায় সীমিত ব্যাংকিং কার্যক্রম:** মোট শাখার মাত্র ৪৭% গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত, ফলে অনেক কৃষক ব্যাংকিং পরিষেবার বাইরে থাকে।
4. **অ-সুদের অতিরিক্ত খরচ:** পরিবহন এবং বারবার ব্যাংকে যাতায়াতের মতো অতিরিক্ত খরচ ঋণ প্রাপ্তির সামগ্রিক খরচ বাড়িয়ে তোলে।
5. **জামানত প্রদান করতে অক্ষমতা:** কৃষকরা প্রায়ই ব্যাংকের নির্ধারিত জামানত প্রদানে অক্ষম হন।
6. **সময়ের মধ্যে ঋণ সহায়তার অভাব:** ঋণ প্রদানে দেরি হলে ফসল নষ্ট হতে পারে, কারণ সময়মতো আর্থিক সহায়তা কৃষি কার্যক্রমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৭৩. কৃষি ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলো যে মূল সমস্যার সম্মুখীন হয় তা কী কী?

ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ প্রদানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়:

1. **উচ্চ খরচের ব্যবসা:** কৃষি ঋণে প্রায়ই সুদের হারের সীমা থাকে এবং এতে অধিক নজরদারি প্রয়োজন, যা অর্থনীতির স্কেল সুবিধা ছাড়াই খরচ বাড়ায়।
2. **ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা নেই:** কৃষি জলবায়ু ও প্রাকৃতিক ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীল। একটি শক্তিশালী কৃষি বীমা ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাংকগুলো এই খাতে অর্থায়নে দ্বিধা করে।
3. **উদ্দীপনার অভাব:** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাকুবের মতো সরকারি ব্যাংকগুলোর দুর্বল কর্মক্ষমতা খারাপ শাসন ব্যবস্থা, কর্মক্ষমতা প্রণোদনার অভাব এবং পূর্বের ঋণ মওকুফের কারণে ঋণ পরিশোধ না করার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে।
4. **প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব:** বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল, এবং সরকারের তহবিলের বড় অংশ পরিচালন ব্যয়ে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে এই তহবিল পৌঁছায় না। এছাড়া পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে, যার ফলে কৃষি ঋণ শুধুমাত্র ধনী ও প্রভাবশালী কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন-৭৪. কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ পুনরুদ্ধার দ্রুততর করতে ব্যাংকগুলো কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ পুনরুদ্ধার দ্রুততর করতে ব্যাংকগুলো কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারে:

1. **কর্মকর্তাদের জন্য প্রণোদনা:** কার্যকর ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মকর্তাদের সনদ বা প্রণোদনা প্রদান করা।
2. **সুদের হার রিবেট:** সময়মতো ঋণ পরিশোধকারী ঋণগ্রহীতাদের জন্য সুদের হারে রিবেট প্রদান করা।
3. **সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি:** দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সার্টিফিকেট মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এবং এককালীন ঋণ পরিশোধের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা।
4. **ঋণ পুনঃতফসিল:** বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রেণীকৃত ঋণ পুনঃতফসিল করা।
5. **পুনরুদ্ধার সেল:** উচ্চ মাত্রার শ্রেণীকৃত বা বকেয়া ঋণ থাকা শাখাগুলোতে একটি 'পুনরুদ্ধার সেল' গঠন করা।
6. **পুনরুদ্ধার শিবির:** প্রচারপূর্বক কৃষক সমাবেশে 'কৃষি ঋণ পুনরুদ্ধার শিবির' আয়োজন করা।
7. **তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার:** ঋণ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সহজতর করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-৭৫. বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ নীতি অনুযায়ী কৃষি ঋণ বিতরণের বিভিন্ন পদ্ধতি কী কী?

ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে:

1. **সরাসরি ঋণ বিতরণ:** শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের পর্যাপ্ত কৃষিঋণ প্রদান করা।
2. **এমএফআই সংযোগের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ:** মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (এমএফআই) এর সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ, এবং সঠিক পর্যবেক্ষণ ও সম্মতি নিশ্চিত করা।
3. **এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ:** দূরবর্তী এলাকায় এজেন্ট নিযুক্ত করে ক্ষুদ্র ঋণ ও আমানতসহ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা।
4. **চুক্তিভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ:** কৃষিভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে চুক্তির আওতায় কৃষকদের অর্থায়ন করা, ন্যায্য মূল্য এবং বিপণন সহায়তা নিশ্চিত করা।

5. **ঋণ শিবিরের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ:** কৃষকদের জন্য সহজে কৃষি ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঋণ শিবির আয়োজন করা।

এই পদ্ধতিগুলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে এবং কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

প্রশ্ন-৭৬. চুক্তিভিত্তিক কৃষিতে জড়িত উদ্যোক্তাদের কৃষিঋণ পেতে কী কী যোগ্যতা এবং শর্তাবলী প্রয়োজন?

চুক্তিভিত্তিক কৃষিতে কৃষিঋণ পেতে উদ্যোক্তাদের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা ও শর্তাবলী প্রয়োজন:

1. যৌথ স্টক কোম্পানি ও ফার্ম নিবন্ধকের অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি হতে হবে।
2. কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, বিপণন এবং প্রক্রিয়াকরণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
3. মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এর পাশাপাশি, কৃষক এবং উদ্যোক্তার মধ্যে করা চুক্তির একটি অনুলিপি কৃষিঋণ ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিভাগে জমা দিতে হবে। ব্যাংকগুলোর প্রতিটি অনুমোদিত ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। কৃষকদের জন্য ঋণের সুদের হার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সুদের সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং এটি হ্রাসমান ভারসাম্য পদ্ধতিতে হিসাব করতে হবে। উদ্যোক্তাদের কৃষকদের হিসাব বিবরণী সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে তা সরবরাহ করতে হবে।

প্রশ্ন-৭৭. বাংলাদেশে কোনো বিদেশী ব্যাংক কৃষি ঋণ বিতরণ করে কি না?

হ্যাঁ, বাংলাদেশে বিদেশী ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণ করে। যদিও তারা স্থানীয় ব্যাংকগুলোর চেয়ে পরে কৃষি ঋণ কর্মসূচিতে যোগ দেয়, বর্তমানে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের বাধ্যতামূলক কৃষি ঋণ বিতরণ নীতির কারণে অংশগ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ অর্থবছরে বিদেশী ব্যাংকগুলো ৭৪২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে, যা তাদের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯% বেশি। এই অংশগ্রহণ গ্রামীণ এলাকায় কৃষি ঋণের চাহিদা পূরণে সহায়ক, যেখানে এই ব্যাংকগুলো প্রায়ই মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন (এমএফআই) এর সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করে যাতে তহবিল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন-৭৮. টিকে থাকার কৃষি এবং বাণিজ্যিক কৃষির মধ্যে পার্থক্য

বিবরণ	টিকে থাকার কৃষি	বাণিজ্যিক কৃষি
উদ্দেশ্য	প্রধানত কৃষকের নিজস্ব ভোগের জন্য	মূলত বাজারে বিক্রির জন্য লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে
অপারেশনের পরিসর	সীমিত সম্পদ ও প্রযুক্তি নিয়ে ছোট আকারে পরিচালনা	বড় পরিসরে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি ব্যবহার
বাজারমুখীতা	বাজারমুখী নয়; কোন অতিরিক্ত থাকলে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করা হয়	অত্যন্ত বাজারমুখী, উৎপাদন বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত
শ্রম	প্রধানত পরিবারের শ্রম, কমপক্ষে ভাড়াটে শ্রম	ভাড়াটে শ্রম এবং উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার
প্রযুক্তির ব্যবহার	সীমিত প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রচলিত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল	আধুনিক প্রযুক্তি ও কৃষি পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার

প্রশ্ন-৮০. স্থায়ী মূলধন এবং কার্যকরী মূলধনের মধ্যে পার্থক্য

দিক	স্থায়ী মূলধন	কার্যকরী মূলধন
সংজ্ঞা	দীর্ঘমেয়াদী সম্পদে বিনিয়োগ	স্বল্পমেয়াদী সম্পদে বিনিয়োগ
অর্জিত সম্পদের ধরন	অচল সম্পদ	চলতি সম্পদ
বিনিয়োগের মেয়াদ	সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী	এক বছরের কম সময়ের জন্য
তারল্য	নগদে রূপান্তর করা কঠিন	খুব সহজে নগদে রূপান্তরযোগ্য
উদ্দেশ্য	কৌশলগত লক্ষ্য পূরণে সহায়ক	কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক

MetaMentor Center

সংক্ষীপ্ত নোট:

প্রশ্ন-০১. ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক কৃষি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনগত কর্তৃত্বের ভিত্তি কী ? বাংলাদেশ ব্যাংক কি কৃষি অর্থায়নের জন্য সুদের হার ক্যাপ আরোপ করতে পারে?

ব্যাংকগুলির জন্য বাধ্যতামূলক কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আইনি কর্তৃত্ব বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে এর ভূমিকা রয়েছে। দেশের সকল ব্যাংকিং কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য নীতি ও নির্দেশিকা নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ব্যাংক ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষি খাতকে সমর্থন করে, যা দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষি অর্থের জন্য সুদের হারের সীমা আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এটি করতে পারে। নিয়ন্ত্রক এবং নীতি-নির্ধারণী ভূমিকার অংশ হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে যা ব্যাংকগুলি কৃষির জন্য ঋণ সহ ঋণের উপর চার্জ করতে পারে। এটি কৃষকদের জন্য ঋণ সাশ্রয়ী করতে, কৃষি উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রচারের জন্য করা হয়।

প্রশ্ন-02। পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট। জুন-19

পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট হল একটি আইনি কাঠামো যা বাংলাদেশ সহ কিছু দেশে ব্যক্তি বা সংস্থার পাওনা পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত সরকারী কর বা অন্যান্য আর্থিক বাধ্যবাধকতা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয় যা পরিশোধ করা হয়নি। এই আইনের অধীনে বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এর মধ্যে জরিমানা আরোপ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা অন্যান্য আইনি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল পাবলিক তহবিল, যা দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-০৩. কৃষিঋণ বিতরণকারী ব্যাংকগুলিতে আইটি আবির্ভাবে গ্রাহকের গোপনীয়তা।

তথ্য প্রযুক্তির (আইটি) যুগে ব্যাংক, বিশেষ করে যারা কৃষিঋণ বিতরণ করে গ্রাহকের গোপনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হল একজন গ্রাহকের ব্যক্তিগত এবং আর্থিক তথ্য গোপন ও সুরক্ষিত রাখা। আইটি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকগুলি ডিজিটালভাবে প্রচুর পরিমাণে ডেটা সঞ্চয় করে এবং পরিচালনা করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে এই ডেটা অননুমোদিত অ্যাক্সেস, চুরি বা অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত। গোপনীয়তা বজায় রাখা ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে আস্থা তৈরি করে। আইনি প্রবিধান মেনে চলার জন্যও এটি অপরিহার্য। ডিজিটাল ক্ষেত্রে গ্রাহকের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে ব্যাংকগুলিকে অবশ্যই সুরক্ষিত সিস্টেম এবং কঠোর অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন-০৪। জলবায়ু স্মার্ট কৃষি

ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার (সিএসএ) একটি পদ্ধতি যা কৃষকদের কৃষিকে আরও বেশি উৎপাদনশীল এবং টেকসই করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। এর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে:

১. **কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা:** এর অর্থ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে আরও দক্ষতার সাথে খাদ্য বৃদ্ধি করা। CSA উচ্চ-ফলনশীল ফসল রোপণ, উন্নত চাষের কৌশল ব্যবহার এবং পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতির মতো অনুশীলনকে উৎসাহিত করে।

২. **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন:** CSA কৃষকদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি আরও স্থিতিস্থাপক হতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, খরা-প্রতিরোধী ফসল ব্যবহার করে, জল সংরক্ষণের অনুশীলন করে এবং আবহাওয়ার ধরণ অনুযায়ী রোপণের সময়সূচী পরিবর্তন করে।

৩. **গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করুন:** কৃষিকাজ মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মতো নির্গমনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। CSA এমন পদ্ধতিগুলিকে প্রচার করে যা এই নির্গমনকে কম করে, যেমন পশুর বর্জ্যকে আরও ভালভাবে পরিচালনা করা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহার করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৫। কৃষির প্রধান তিনটি খাত কি কি?

কৃষির তিনটি প্রধান খাত হল:

১. **শস্য উৎপাদন:** কৃষকরা বীজ রোপণ করে ক্রমবর্ধমান উদ্ভিদের যত্ন নেয় এবং ফসল সংগ্রহ করে। উদাহরণগুলির মধ্যে গম এবং চাল, ফল, শাকসবজি এবং তুলার মতো শস্য অন্তর্ভুক্ত।

২. **গবাদি পশু পালন:** এই খাতে কৃষকরা খাদ্য, বস্ত্র বা শ্রমের জন্য পশু লালন-পালন করে। এর মধ্যে রয়েছে গরু, মুরগি এবং ভেড়ার মতো প্রাণী।

৩. **বনায়ন:** এর মধ্যে কাঠ এবং অন্যান্য গাছের পণ্য উৎপাদনের জন্য বন ব্যবস্থাপনা জড়িত। বনায়নের অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে গাছ লাগানো, বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের যত্ন নেওয়া এবং কাঠের জন্য তাদের কেটে ফেলা (লগ করা), যা নির্মাণ, কাগজ তৈরি এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

এই সেক্টরগুলির প্রতিটি কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, খাদ্য সরবরাহ, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখে।

প্রশ্ন-০৬. বাণিজ্যিক চাষ কাকে বলে?

বাণিজ্যিক চাষ হল এক ধরনের কৃষি যেখানে প্রধান লক্ষ্য হল ফসল ফলানো এবং বিক্রয় ও লাভের জন্য পশুপালন করা। বাণিজ্যিক চাষে, খামারগুলি সাধারণত বড় হয় এবং প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করতে আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত ব্যবহার করে। এই ধরনের চাষে গম, চাল, ভুট্টা এবং সয়াবিনের মতো উচ্চ চাহিদা রয়েছে এমন ফসল বাড়ানো বা গরু, শূকর এবং মুরগির মতো প্রচুর সংখ্যক প্রাণী পালনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। বাণিজ্যিক খামারগুলি প্রায়শই উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খরচ কমাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এসব খামারে উৎপাদিত খাদ্য সাধারণত স্থানীয় বাজারে বিক্রি বা অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। বানিজ্যিক চাষ জীবিকা নির্বাহের কৃষি থেকে আলাদা, যেখানে কৃষকরা প্রধানত তাদের নিজের পরিবারের প্রয়োজনে খাদ্য উৎপাদন করে।

প্রশ্ন-০৭। জীবিকা স্তরের কৃষিকাজ কী?

জীবিকা চাষ হল এক ধরনের কৃষি যেখানে কৃষকরা প্রধানত নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন করে, বিক্রি বা লাভের জন্য নয়। এই ধরনের চাষে, খামারের আকার সাধারণত ছোট হয় এবং কৃষকরা আধুনিক যন্ত্রপাতির পরিবর্তে সাধারণ সরঞ্জাম ব্যবহার করে। তারা শস্য, শাকসবজি, ডিম এবং দুধের মতো খাদ্যের জন্য তাদের পরিবারের চাহিদা মেটাতে মুরগি বা ছাগলের মতো কিছু প্রাণীও থাকতে পারে। জীবিকা চাষ বিশ্বের অনেক অংশে সাধারণ, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় যেখানে মানুষ তাদের নিজস্ব শ্রম এবং সম্পদের উপর নির্ভর করে। এখানে ফোকাস অর্থ উপার্জনের উপর নয় বরং বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করা। প্রযুক্তি, বাজার এবং অন্যান্য সংস্থানগুলিতে সীমিত অ্যাক্সেস সহ এমন জায়গায় প্রায়শই এই ধরণের চাষ করা হয়।

প্রশ্ন-০৮। ছদ্মবেশী বেকারত্ব কি?

ছদ্মবেশী বেকারত্ব ঘটে যখন বাস্তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লোক চাকরিতে কাজ করে। এটা অতিরিক্ত কর্মী থাকার মত যারা কাজ কতটা বাড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছোট পারিবারিক খামারে, সবাই ব্যস্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, খামারটি খুব কম লোকের সাথেই চলতে পারে। এই ক্ষেত্রে, কিছু পরিবারের সদস্য ছদ্মবেশে বেকার: তাদের কাজ আছে, কিন্তু তাদের কাজ প্রকৃতপক্ষে খামারের উৎপাদন বাড়াচ্ছে না। এই ধরনের বেকারত্ব কৃষিতে সাধারণ, বিশেষ করে এমন জায়গায় যেখানে চাকরির অভাব রয়েছে এবং অনেক লোক একই ছোট ব্যবসা বা খামারের উপর নির্ভর করে। তারা নিযুক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের কর্মসংস্থান উৎপাদনে কার্যকরভাবে অবদান রাখে না।

প্রশ্ন-০৯। প্রাক-অর্থায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন। BPE-96 তম।

প্রাক-অর্থায়ন এবং পুনঃঅর্থায়ন দুটি ভিন্ন আর্থিক শর্তাবলী:

১. **প্রাক-অর্থায়ন:** এটি হল যখন একটি প্রকল্প বা কার্যকলাপ শুরু হওয়ার আগে বা খরচের আগে অর্থ প্রদান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি কোম্পানি তৈরি করা শুরু করার আগে একটি বড় প্রকল্পের জন্য উপকরণ কেনার জন্য প্রাক-অর্থায়ন পেতে পারে। এটি প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত আছে তা নিশ্চিত করার জন্য তহবিল দিয়ে শুরু করার মতো।

২. **পুনঃঅর্থায়ন:** এর অর্থ হল একটি বিদ্যমান ঋণকে একটি নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। লোকেরা কম হারের সুবিধা নেওয়ার জন্য তাদের বন্ধকী পুনঃঅর্থায়ন করে যা তাদের মাসিক অর্থপ্রদান কমাতে পারে বা ঋণের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতে পারে। এটি একটি ভাল চুক্তি পেতে একটি ঋণ পুনরায় করার মত।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-10। গ্রাস করার প্রান্তিক প্রবণতা কি?

মার্জিনাল প্রপেনসিটি টু কনজিউম (এমপিসি) হল অর্থনীতির একটি শব্দ যা বর্ণনা করে যে লোকেরা তাদের প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সম্ভাবনা কতটা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি অতিরিক্ত $100 পান এবং জিনিস কেনার জন্য এর $80 খরচ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনার MPC হল 0.8। এর অর্থ হল আপনি যে অতিরিক্ত ডলার পাবেন তার জন্য আপনি 80 সেন্ট ব্যয় করবেন এবং 20 সেন্ট সংরক্ষণ করবেন। MPC 0 থেকে 1 এর মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। একটি উচ্চ MPC মানে মানুষ তাদের অতিরিক্ত আয়ের বেশি খরচ করছে, যখন কম MPC মানে

তারা বেশি সঞ্চয় করছে। MPC বোঝা কীভাবে আয়ের পরিবর্তনগুলি ব্যয়ের অভ্যাসকে প্রভাবিত করবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে, যা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং নীতি তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১১। সংরক্ষণ করার জন্য প্রান্তিক প্রবণতা কি?

মার্জিনাল প্রপেনসিটি টু সেভ (এমপিএস) হল অর্থনীতির একটি শব্দ যা বর্ণনা করে যে প্রতিটি অতিরিক্ত ডলার আয়ের কতটুকু মানুষ ব্যয় করার পরিবর্তে সঞ্চয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি অতিরিক্ত $100 পান এবং আপনি এর মধ্যে $20 সঞ্চয় করেন, তাহলে আপনার MPS হল 0.2। এর মানে হল আপনি আপনার উপার্জন করা প্রতিটি অতিরিক্ত ডলারের মধ্যে 20 সেন্ট সংরক্ষণ করুন। এমপিএস 0 থেকে 1 পর্যন্ত হতে পারে। একটি উচ্চ এমপিএস মানে লোকেরা তাদের অতিরিক্ত আয়ের বেশি সঞ্চয় করছে, যখন কম এমপিএস মানে তারা বেশি ব্যয় করছে। MPS বোঝা অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের বুঝতে সাহায্য করে যে কীভাবে আয়ের পরিবর্তনগুলি সঞ্চয় আচরণকে প্রভাবিত করে, যা সার্বিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন-12। কৃষির ক্ষেত্রে দ্বৈত অর্থনীতি কী?

কৃষিতে একটি দ্বৈত অর্থনীতি এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একই দেশে দুটি ভিন্ন ধরনের কৃষিকাজ ঘটছে। একদিকে, বাণিজ্যিক চাষাবাদ রয়েছে: বৃহৎ আকারের অপারেশন যা আধুনিক প্রযুক্তি এবং অনুশীলনগুলি ব্যবহার করে বিক্রির জন্য প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করে। এই খামারগুলি সাধারণত ভাল অর্থায়ন এবং লাভের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।

অন্যদিকে, জীবিকা নির্বাহের চাষ রয়েছে: ছোট আকারের, ঐতিহ্যবাহী কৃষি যেখানে পরিবারগুলি নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার জন্মায়। এই কৃষকরা প্রায়শই সহজ সরঞ্জাম এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং তাদের নতুন প্রযুক্তি বা বাজারে অ্যাক্সেস নাও থাকতে পারে।

এই "দ্বৈত" সেটআপ বাণিজ্যিক এবং জীবিকা নির্বাহকারী কৃষকদের মধ্যে আয় এবং জীবনধারায় বড় পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। এটি অনেক উন্নয়নশীল দেশে একটি সাধারণ পরিস্থিতি, যেখানে কৃষি অর্থনীতি এবং জীবনের একটি প্রধান অংশ।

প্রশ্ন-13। কৃষিতে আধুনিকীকরণ কাকে বলে?

কৃষিতে আধুনিকীকরণের অর্থ হল নতুন প্রযুক্তি এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষিকে আরও দক্ষ ও উৎপাদনশীল করা। এর মধ্যে রয়েছে যেমন:

১. **উন্নত যন্ত্রপাতি:** ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার এবং অন্যান্য মেশিন ব্যবহার করে কায়িক শ্রমের চেয়ে দ্রুত এবং আরও দক্ষতার সাথে খামারের কাজ করা।
২. **উন্নত ফসলের জাত:** দ্রুত বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং আরও খাদ্য উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ভাবিত বীজ রোপণ করা।
৩. **উন্নত সেচ কৌশল:** ড্রিপ সেচের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে ফসলের পানি আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা এবং পানি সংরক্ষণ করা।
৪. **সার এবং কীটনাশকের ব্যবহার:** গাছগুলিকে আরও ভালভাবে বৃদ্ধি পেতে এবং কীটপতঙ্গ ও রোগ থেকে রক্ষা করতে রাসায়নিক প্রয়োগ করা।
৫. **ফার্ম ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস:** রোপণ, ফসল কাটা এবং খামার পরিচালনার বিষয়ে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে।

আধুনিকীকরণ কৃষি আরও খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করে, যা ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি কৃষকদের আরও বেশি উপার্জন করতে সহায়তা করে এবং আরও টেকসই কৃষি অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-14। অর্থায়নের অনানুষ্ঠানিক উৎসের উদাহরণ দাও যেখানে সুদের হার সবচেয়ে কম?

কম সুদের হারে অর্থায়নের একটি অনানুষ্ঠানিক উৎসের উদাহরণ হল পরিবার বা বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ ধার করা। এই ধরনের ঋণকে অনানুষ্ঠানিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটি কোনও ব্যাংক বা আনুষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নয়। পরিবারের সদস্যরা বা বন্ধুরা অল্প বা কোন সুদে টাকা ধার দিতে পারে বিশেষ করে যদি এটি একটি কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্য করার জন্য বা একটি ব্যক্তিগত প্রকল্প বা ব্যবসায়িক ধারণাকে সমর্থন করার জন্য হয়। ঋণের শর্তাবলী, যেমন কতদিনের মধ্যে আপনাকে এটি ফেরত দিতে হবে এবং কোন সুদ, যদি থাকে, আপনাকে দিতে হবে, সাধারণত আরও নমনীয় এবং আপনার এবং যে ব্যক্তি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছে তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ধরনের ধার করা সহায়ক হতে পারে, কিন্তু পরে কোনো ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে শর্তাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-15। কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন কি কৃষি অর্থায়নের মতো?

কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন এবং কৃষি অর্থায়ন একই রকম কিন্তু ঠিক একই নয়।

কৃষি অর্থায়ন বিশেষ করে কৃষিকাজের জন্য। এটি বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, বা পশুসম্পদ কেনার মতো জিনিসের জন্য ঋণ এবং তহবিল অন্তর্ভুক্ত করে এবং কখনও কখনও সেচ বা স্টোরেজ সুবিধার মতো অন্যান্য খরচের জন্য। এই ধরনের অর্থায়ন শস্য বাড়ানো বা পশু লালন-পালনের সরাসরি কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়নে কৃষি সম্পর্কিত প্রকল্পের বিস্তৃত পরিসর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, প্যাকেজিং প্ল্যান্ট বা এমনকি কৃষি পণ্যের বিপণন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি কেবল ফসল বৃদ্ধির বিষয়ে নয়, এর পরে যে পদক্ষেপগুলি আসে, যেমন সেগুলিকে তৈরি পণ্যে পরিণত করা বা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
উভয়ই কৃষি খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কৃষিভিত্তিক প্রকল্প অর্থায়ন শুধু কৃষিকাজের বাইরেও বিস্তৃত পরিসরকে কভার করে।

প্রশ্ন-16. ক্রেডিট পাঁচ Cs কি কি?

পাঁচটি ক্রেডিট হল মানদণ্ড যা ঋণদাতারা ঋণগ্রহীতার ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করে। এইগুলো:

১. **চরিত্র:** এটি ঋণ গ্রহীতার খ্যাতি এবং ঋণ পরিশোধের জন্য ট্র্যাক রেকর্ড বোঝায়। ঋণদাতারা এটি বিচার করার জন্য ক্রেডিট ইতিহাস, কর্মসংস্থানের ইতিহাস এবং রেফারেন্স দেখেন।
২. **ক্ষমতা:** এটি ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা সম্পর্কে। ঋণদাতারা আয়, খরচ এবং অন্যান্য ঋণের মূল্যায়ন করে দেখেন যে ঋণগ্রহীতা আরামদায়কভাবে ঋণ পরিশোধ করতে পারে কিনা।
৩. **মূলধন:** এটি ঋণগ্রহীতার আর্থিক সম্পদ বা নেট মূল্যকে বিবেচনা করে – তাদের মালিকানার মূল্যকে বিয়োগ করে যা তাদের পাওনা। অধিক মূলধন মানে ঋণ অনুমোদনের একটি ভালো সুযোগ।
৪. **সমান্তরাল:** এটি এমন মূল্যবান কিছু যা ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে একটি বাড়ি বা গাড়ির মতো অফার করে। ঋণগ্রহীতা পরিশোধ করতে না পারলে, ঋণদাতা জামানত নিতে পারে।
৫. **শর্ত:** এটি ঋণের উদ্দেশ্য এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশকে দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাড়ির জন্য ঋণ একটি অনুমানমূলক বিনিয়োগের জন্য একটি থেকে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন-১৭। সুদের হারের সীমা কি?

একটি সুদের হারের সীমা হল সর্বাধিক সুদের হার যা একটি ঋণের উপর চার্জ করা যেতে পারে। এটি ঋণদাতাদের সুদের হারের খুব বেশি চার্জ করা থেকে আটকাতে একটি সীমা সেট করার মতো। খুব ব্যয়বহুল ঋণ থেকে ঋণগ্রহীতাদের রক্ষা করার জন্য এই সিলিং প্রায়ই আইন বা প্রবিধান দ্বারা সেট করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি 10% এর সর্বোচ্চ সীমা থাকে, তাহলে কোন ঋণদাতা কোন ঋণের উপর 10% এর বেশি সুদ নিতে পারবে না। এটি এমন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে লোকেরা অত্যন্ত উচ্চ হারে চার্জ করা হতে পারে, কখনও কখনও পে-ডে লোন বা ক্রেডিট কার্ডগুলিতে দেখা যায়। ধারণাটি হল ঋণ গ্রহণকে আরও ন্যায্য এবং আরও সাশ্রয়ী করা, বিশেষ করে যারা নিয়মিত ব্যাংক লোনের অ্যাক্সেস পান না এবং উচ্চ সুদের হারের কারণে ঋণের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের জন্য।

প্রশ্ন-18। বাংলাদেশ ব্যাংক কিভাবে বার্ষিক কৃষি ঋণ নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে? বাণিজ্যিক ব্যাংক ও এমএফআই-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপায় বর্ণনা কর। BPE-97 তম।

বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি খাতের আর্থিক চাহিদার মূল্যায়ন করে তার বার্ষিক কৃষি ঋণ নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে যার লক্ষ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং টেকসই চাষাবাদ অনুশীলনের প্রচার। প্রক্রিয়া জড়িত:

১. **লক্ষ্য নির্ধারণ** : অর্থনৈতিক সূচক, পূর্বের কর্মক্ষমতা এবং কৃষি খাতের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থবছরের জন্য একটি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।
২. **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা** : বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) কে সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রার নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করা হয়। তাদেরকে কৃষক, কৃষি ব্যবসা এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে উৎসাহিত করা হয়।
৩. **পর্যবেক্ষণ এবং সহায়তা** : বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে এবং লক্ষ্য পূরণ নিশ্চিত করতে নির্দেশিকা, সহায়তা এবং কখনও কখনও পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে।
৪. **প্রণোদনা** : লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার জন্য প্রণোদনা দেওয়া হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য কম পারফরম্যান্সের জন্য জরিমানা দেওয়া হয়।

এই কাঠামোগত পদ্ধতির মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্য কৃষি খাতে ব্যাপক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জন করা, নিশ্চিত করা যে কৃষক এবং কৃষি ব্যবসার বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন রয়েছে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-১৯ । বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর জন্য ন্যূনতম কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কত?

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০,৯১১ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানটি আগের অর্থবছরের 28,391 কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা থেকে 8.88% বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে। লক্ষ্যমাত্রা দেশের অর্থনৈতিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা বাংলাদেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদানকারী কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের মনোযোগ প্রতিফলিত করে। ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। 2023-24 অর্থবছরের জন্য, লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়িয়ে 35,000 কোটি টাকা করা হয়েছিল, যা কৃষি কার্যক্রমকে সমর্থন ও সম্প্রসারণের উপর অব্যাহত জোর নির্দেশ করে।

প্রশ্ন-২০: বিদেশী ব্যাংক বাংলাদেশে কৃষি ঋণ বিতরণ

বিদেশী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশে কৃষিঋণ বিতরণে সক্রিয়ভাবে জড়িত। 2021-22 অর্থবছরে, বেসরকারি এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক উভয়ই কৃষি ও গ্রামীণ ঋণ বিতরণে অবদান রেখেছে। এই সম্পৃক্ততা গ্রামীণ জনগণের জন্য, বিশেষ করে কৃষি খাতে প্রচুর ঋণ জোগাড় করার একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ। কৃষি ঋণ বিতরণে বিদেশী ব্যাংকগুলির অংশগ্রহণ বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রদর্শন করে, যার লক্ষ্য কৃষক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ঋণের বিভিন্ন উৎস প্রদান করা।

প্রশ্ন-২১: কৃষি অর্থায়নে এসিপি।

বাংলাদেশে কৃষি অর্থায়নের পরিপ্রেক্ষিতে "এসিপি" শব্দটি উপলব্ধ সম্পদে চিহ্নিত করা হয়নি। ACP সম্ভাব্যভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বা কৃষি ঋণ সম্পর্কিত নীতি বা কৃষি অর্থায়ন ডোমেনের মধ্যে একটি ধারণার পক্ষে দাঁড়াতে পারে। অতিরিক্ত প্রসঙ্গ বা স্পষ্টীকরণ ছাড়া, বাংলাদেশে কৃষি অর্থের ক্ষেত্রে ACP-এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা চ্যালেঞ্জিং।

Q-22: MFI এর পূর্ণরূপ।

[MFI মানে "মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন।" এই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে। MFIs প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবাগুলি প্রদান করে, যেমন ঋণ, ব্যক্তি এবং ছোট ব্যবসায় যাদের ঐতিহ্যগত ব্যাংকিং পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস নেই। এই পরিষেবাগুলি নিম্ন-আয়ের ব্যক্তিদের জন্য অত্যাবশ্যক, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে, ছোট ব্যবসা শুরু বা প্রসারিত করতে এবং তাদের জীবিকা উন্নত করতে সক্ষম করে। গ্রামীণ এলাকায় এমএফআই-এর ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রচলিত ব্যাঙ্কিং-এর অ্যাক্সেস সীমিত হতে পারে, এবং ছোট আকারের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন বেশি।

প্রশ্ন-২৩: কৃষিতে MFI লিঙ্কেজ।

কৃষিতে MFI সংযোগ বলতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান এবং কৃষি খাতের মধ্যে একীভূতকরণ এবং সহযোগিতাকে বোঝায়। এই যোগসূত্রটির বৈশিষ্ট্য হল MFIs আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে যার মধ্যে ঋণ সহ, ক্ষুদ্র আকারের কৃষক এবং কৃষি ব্যবসায়। লক্ষ্য হল কৃষক এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের সম্মুখীন অনন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এমন আর্থিক সমাধান প্রদানের মাধ্যমে কৃষি খাতকে সমর্থন করা। এর মধ্যে বীজ, সরঞ্জাম বা গবাদি পশু কেনার জন্য ক্রেডিট প্রদান, বীমা পণ্য অফার করা বা এমনকি আর্থিক প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। MFI সংযোগ কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানে কৃষি একটি প্রধান অর্থনৈতিক চালক।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-২৪: কৃষি ঋণ প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ কৃষি ঋণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী। এই নীতিগুলির লক্ষ্য কৃষি কার্যক্রম এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য গ্রামীণ এলাকায় সময়মত, পর্যাপ্ত এবং স্বচ্ছ ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করা। বিভাগটি গ্রামীণ জনগণের কাছে ক্ষুদ্রঋণ পরিষেবা প্রসারিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে বিভিন্ন ব্যাংক এবং প্রতিষ্ঠানকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, এবং কর্মসংস্থান ব্যাংককে সরকারি গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদান। বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্পৃক্ততা দেশের অর্থনীতির একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কৃষি খাতকে সহায়তা করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-25: HYV এর সংজ্ঞা।

HYV মানে "উচ্চ ফলনশীল বৈচিত্র্য।" এই শব্দটি শস্যের জাতগুলিকে বোঝায় যেগুলি ঐতিহ্যগত জাতের তুলনায় উচ্চ ফলন উৎপাদন করার জন্য বিশেষভাবে উন্নত করা হয়েছে। HYVs হল কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের একটি পণ্য, প্রায়ই জেনেটিক পরিবর্তন বা নির্বাচনী প্রজনন জড়িত। এই জাতগুলি জল, পুষ্টি এবং সূর্যালোকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও দক্ষ হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যার ফলে জমির প্রতি ইউনিটে বেশি উৎপাদনশীলতা রয়েছে। এইচওয়াইভি কৃষি আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা এবং ভূমির ঘাটতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন দেশগুলিতে

Q-26: উচ্চ-মূল্যের ফসল (HVC)

উচ্চ-মূল্যের ফসল (HVC) হল কৃষি পণ্য যা প্রচলিত ফসলের তুলনায় উচ্চ বাজারমূল্যের নেতৃত্ব দেয়। এই উচ্চ মূল্য প্রায়শই তাদের সীমিত চাষের কারণে বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা বাজারের জন্য উপযুক্ত বলে। HVC-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদের পছন্দনীয় করে তোলে। এই ফসলের মধ্যে বিস্তৃত বিভিন্ন ধরনের পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন বিদেশী ফল, জৈব শাকসবজি, ঔষধি গাছ এবং বিশেষ শস্য। HVC-এর উপর ফোকাস প্রায়ই কৃষি বৈচিত্র্যকরণ কৌশলগুলির অংশ, যার লক্ষ্য কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং নির্দিষ্ট ভোক্তা চাহিদা মেটানো।

প্রশ্ন-27: BKB এবং RAKUB-এর সম্পূর্ণ রূপ

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) বাংলাদেশের একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংক, যা 1973 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল কৃষক এবং কৃষি শিল্পকে পরিষেবা প্রদান করা।
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (RAKUB) বাংলাদেশের একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক যা একটি আঞ্চলিক পদ্ধতির সাথে, প্রাথমিকভাবে রাজশাহী এবং রংপুর প্রশাসনিক বিভাগে সেবা করে। RAKUB তার পরিষেবা এলাকায় কৃষির নিবিড় পরিচর্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার জীবিকাকে সমর্থন করে

প্রশ্ন-২৮: FAO: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা।

জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) একটি বিশেষ সংস্থা যা ক্ষুধাকে পরাস্ত করতে এবং পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেয়। 16 অক্টোবর, 1945 সালে প্রতিষ্ঠিত, এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল পুষ্টির স্তর এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানো, সমস্ত খাদ্য ও কৃষি পণ্যের উৎপাদন এবং বিতরণের দক্ষতার সুরক্ষিত উন্নতি করা এবং মানবতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের অর্থনীতি সম্প্রসারণে অবদান রাখা। ক্ষুধা FAO বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই কৃষি অনুশীলন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

প্রশ্ন-২৯: IFAD: কৃষি উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল।

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (IFAD) হল একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। IFAD উন্নয়নশীল দেশগুলির গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা মোকাবেলায় মনোনিবেশ করে। এটি উচ্চ আয় এবং উন্নত খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দরিদ্র গ্রামীণ নারী ও পুরুষদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে। IFAD আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অনন্য কারণ এটি একচেটিয়াভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির গ্রামীণ এলাকাকে লক্ষ্য করে, যেখানে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন-30: শস্য বীমা।

শস্য বীমা কৃষিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এটি কৃষকদের চরম আবহাওয়ার অবস্থা, কীটপতঙ্গ এবং রোগের মতো বিভিন্ন কারণের কারণে ফসলের ব্যর্থতার সাথে সম্পর্কিত আর্থিক ঝুঁকি প্রশমিত করতে সহায়তা করে। শস্য বীমার প্রাথমিক লক্ষ্য হল কৃষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা, তাদের ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার করতে এবং তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করা। বাংলাদেশে, গবেষণায় দেখা গেছে যে কৃষকরা শস্য বীমার সুবিধা স্বীকার করলেও এর গ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এটি কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শস্য বীমার গুরুত্ব এবং উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বৃদ্ধির আহ্বান জানায়। সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষকদের জন্য শস্য বীমার অ্যাক্সেসের প্রচার এবং সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

প্রশ্ন-৩১: উচ্চ মূল্যের ফসল: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত (বিপিই-৯৬তম)।

বাংলাদেশে উচ্চমূল্যের ফসলের উপর ফোকাস শস্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষিকে রূপান্তর করার একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ। সরকার নতুন ও উচ্চমূল্যের ফসলের চাষকে উৎসাহিত করতে এবং পতিত, চর ও হাওরের জমি চাষের আওতায় আনতে

অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্প শুরু করেছে। এরকম একটি প্রকল্প হল "বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ফসলের তীব্রতা বৃদ্ধি প্রকল্প," কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE) কর্তৃক গৃহীত। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছয়টি জেলা জুড়ে 60টি উপজেলায় উচ্চ-মূল্যের ফসলের চাষের প্রচার করা, কৃষি বৈচিত্র্যের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং কৃষকদের জন্য উচ্চ অর্থনৈতিক আয় দিতে পারে এমন ফসলের প্রচারের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করা।

প্রশ্ন-৩ 2: ভাগাভাগি।

শেয়ারক্রপিং হল চাষের একটি পদ্ধতি যেখানে পরিবারগুলি জমির মালিকের কাছ থেকে ছোট প্লট ভাড়া নেয় এবং বিনিময়ে, তাদের ফসলের একটি অংশ বছরের শেষে জমির মালিককে দেয়। এই ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামীণ দক্ষিণে পূর্বে ক্রীতদাসদের দ্বারা অনুশীলন করা হয়েছিল। এটি জমির মালিকদের জন্য একটি উপায় হিসাবে গড়ে উঠেছে, যাদের মজুরি দেওয়ার জন্য নগদ অর্থের অভাব ছিল, তাদের জমি চাষ করা চালিয়ে যেতে, প্রায়ই প্রাক্তন দাসদের দ্বারা। এই ব্যবস্থার অধীনে, ভাগচাষীরা জমির মালিক ছিল না তবে ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে শ্রম সরবরাহ করেছিল।

প্রশ্ন-৩৩: এসিপির মতে ভূমিহীন কৃষক।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, কৃষি শুমারি প্রকল্প (এসিপি) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে একজন ভূমিহীন কৃষককে এমন একটি কৃষক পরিবারের সদস্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার কোনো জমি নেই। কৃষি শুমারি 2019 অনুসারে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষক পরিবার, 1.65 কোটির মধ্যে প্রায় 40 লাখ, ভূমিহীন বলে বিবেচিত হয়। এই পরিবারগুলি প্রায়ই অন্যের জমি চাষের সাথে জড়িত থাকে, হয় ভাড়াটিয়া কৃষক হিসাবে বা ভাগচাষী হিসাবে। একটি খামার পরিবারকে জমির মালিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদি এটি কমপক্ষে 0.5 একর আবাদযোগ্য জমির মালিক হয় এবং চাষ করে।

প্রশ্ন-৩৪: শস্য বৈচিত্র্য।

কৃষিতে শস্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি খামারে নতুন ফসল বা শস্য পদ্ধতি যুক্ত করা জড়িত। লক্ষ্য হল মূল্য সংযোজন ফসল থেকে আয় বৃদ্ধি করা এবং পরিপূরক বিপণনের সুযোগ তৈরি করা। এই কৌশলটিতে একটি মিশ্র শস্য-প্রাণীসম্পদ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যা কৃষকদের জীবনযাত্রা এবং আয়ের মান উন্নত করতে পারে। শস্য বৈচিত্র্য প্রায়শই একক বা কয়েকটি ফসল চাষের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি কমাতে গৃহীত হয়, কারণ এটি একাধিক ধরণের পণ্যের মধ্যে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয়। এটি সম্পদের আরও ভাল ব্যবহারে অবদান রাখে এবং টেকসই কৃষি অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করতে পারে

প্রশ্ন-৩৫: ফসলের আবর্তন।

ফসলের ঘূর্ণন একটি কৃষি অনুশীলন যা একই জমিতে ক্রমানুসারে বিভিন্ন ফসল রোপণ করে। এই কৌশলটি মাটির উর্বরতা উন্নতি করতে, মাটিতে পুষ্টির অনুকূলকরণ এবং কীটপতঙ্গ এবং আগাছার সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যবহৃত হয়। ক্রপ রোটেশনে প্রায়ই নিয়মিত ক্রমানুসারে একটি লেগুম সোড শস্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা মাটিতে নাইট্রোজেন ঠিক করতে সাহায্য করে, পরবর্তী ফসলের উপকার করে। প্রাথমিক কৃষি পরীক্ষাগুলি মাটির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য এবং টেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ফসলের ঘূর্ণনের মূল্যকে হাইলাইট করেছে।

প্রশ্ন-৩৬: জমি।

কৃষিতে, ভূমি বলতে বোঝায় কৃষিতে নিবেদিত এলাকা যার মধ্যে অন্যান্য ধরনের জীবনের পদ্ধতিগত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বিশেষ করে পশুপালন এবং শস্য উৎপাদন, মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের জন্য। কৃষিজমি সাধারণত কৃষিজমি বা ফসলি জমি, সেইসাথে চারণভূমি বা রেঞ্জল্যান্ডের সমার্থক। এটিকে আবাদযোগ্য, স্থায়ী ফসলের অধীনে বা স্থায়ী চারণভূমির অধীনে ভূমি এলাকা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে অস্থায়ী ফসলের অধীনে জমি যেমন শস্য, ঘাস কাটা বা চারণভূমির জন্য অস্থায়ী তৃণভূমি, বাজার বা রান্নাঘরের বাগানের নীচে জমি এবং অস্থায়ীভাবে পতিত জমি।

প্রশ্ন-৩৭: মৌসুমী বেকারত্ব।

মৌসুমী বেকারত্ব ঘটে যখন লোকেরা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বেকার থাকে যখন শ্রমের চাহিদা কম থাকে। কৃষি বা পর্যটনের মতো নির্দিষ্ট ঋতুর উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিতে এই ধরনের বেকারত্ব সাধারণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্কি রিসর্টে, গ্রীষ্মকালে তুষারপাত না হলে বেকারত্বের সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তারা সম্মত হন যে কর্মীদের শুধুমাত্র বছরের একটি অংশের জন্য নিয়োগ করা হবে এবং বাকি সময় বেকার থাকবে। এটি নির্দিষ্ট কাজের মৌসুমী প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে যেখানে কাজ সারা বছর ধরে স্থির থাকে না।

প্রশ্ন-৩৮: অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য।

ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধারণা। ঝুঁকি এমন পরিস্থিতিতে বোঝায় যেখানে সমস্ত সম্ভাব্য ফলাফল এবং তাদের সম্ভাব্যতা জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ, স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করার সময়, ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিপরীতে, অনিশ্চয়তা এমন পরিস্থিতিতে বোঝায় যেখানে ফলাফল এবং/অথবা তাদের সম্ভাবনা অজানা। নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ বা উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মতো পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে, যেখানে ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো ঐতিহাসিক নজির নেই। পার্থক্য বোঝা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে অর্থ এবং অর্থনীতিতে

প্রশ্ন-৩৯ : কৃষিতে অনিশ্চয়তা।

কৃষিতে, আবহাওয়া, রোগ, কীটপতঙ্গ এবং বাজারের ওঠানামার মতো ভবিষ্যদ্বাণী করা বা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কারণগুলি থেকে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই অনিশ্চয়তাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষি পণ্যের পরিমাণ এবং গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, খরা বা বন্যার মতো অপ্রত্যাশিত আবহাওয়া ফসলের ফলনকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনা কৃষি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি মূল দিক, যার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কৃষি কারণের আর্থিক প্রভাব প্রশমিত করার কৌশল রয়েছে।

Q-40: মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটিং অথরিটি (MRA) ডিসেম্বর 2017।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) হল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা যা বেসরকারী সংস্থাগুলির ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। 2006 সালের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অ্যাক্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত, MRA নিশ্চিত করে যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে। ক্ষুদ্রঋণ খাতে কাঠামো এবং তদারকি আনার জন্য এই কর্তৃপক্ষ তৈরি করা হয়েছিল, যা কেন্দ্রীভূত তত্ত্বাবধান ছাড়াই কাজ করছিল। আইন অনুযায়ী, MFIsকে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য MRA থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। 2008 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে, লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী 4,236টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 335টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অন্যদের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

Chapter End

Order from Website: www.metamentorcenter.com or sms whatsapp: 01917298482

MetaMentor Center